সম্পাদকীয়

শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্রয় স্থল–মসজিদ

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো।" মহান খোদার এই প্রতিশ্রুতির সত্যতা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে। আজ সারা বিশ্বের সর্বত্র সর্বক্ষণ মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার মাধ্যমে আহমদীয়াত তথা ইসলামের শাশ্বত বাণী পৌঁছে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এছাড়াও খোদা বিমুখ মানুষকে খোদামুখী করতে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এক খোদার বাণী উচ্চকিত করার লক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মসজিদ নির্মাণ করে চলছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মহান খোদা তাআলা ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য পুনরায় পৃথিবীতে বিকশিত করার যে দায়িত্ব দিয়েছেন তারই নিদর্শন আকারে পৃথিবীময় নির্মাণ করা হচ্ছে শত শত মসজিদ। এসব মসজিদ থেকে তৌহীদের অমোঘ বাণী, শান্তি-সম্প্রীতি, ভালবাসার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি কুফরীর আধার কাটিয়ে জাগতিকতার নাগপাশে বন্দী মানব হৃদয়গুলোকে এক খোদার প্রতি নিবিড় ভালবাসার বাঁধনে আবদ্ধ করা হচ্ছে। ফলে অগণিত পথহারা মানুষ শান্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে আর স্বস্তি ও নিরাপত্তার চাঁদরে আচ্ছাদিত হচ্ছে।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর গৌরবদীপ্ত খিলাফত কালে সারা পৃথিবীতে বহু সংখ্যক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করে চলছেন এবং নবনির্মিত মসজিদের উদ্বোধন করে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশেও বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সুন্দর একটি স্মারক মসজিদ নির্মিত হয়েছে– নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) যার নাম দিয়েছেন 'মসজিদ নূর'। সারা বিশ্বের যেখানেই আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ নির্মিত হয়েছে সেখানেই খোদা তাআলার ফযলে শান্তি সম্প্রীতি আর ভ্রাতৃত্বের সুবাতাস বয়ে চলেছে। তবে আধ্যাত্মিক অন্ধত্বে ভুগছে যারা তারা শতাধিক বছর ধরে বিরোধিতা করেই চলছে। আর এর বিপরীতে আহমদীয়াতের বিজয় কেতন সদা উড়েই চলেছে। এ প্রেক্ষিতে আমাদের সবার দায়িত্ব মসজিদের হক আদায় করা। মসজিদকে সর্বদা আবাদ রাখা। নিয়মিত মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা আর খোদার কাছে দেশ ও জাতির জন্য দোয়া করা। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্প্রতি হুযূর আনোয়ার ১লা মে ২০০৯ এর জুমুআর খুৎবায় বলেন, *আমাদের বিরোধীরা পূর্বে কঠোরতার সাথে আমাদের পথে বাঁধা সৃষ্টি এবং চরম শত্রুতা প্রকাশে কোন ত্রুটি করতোনা যার প্রত্যুত্তরে আমরা হিতসাধন করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে সেই আধ্যাত্মিক ফল ও ফসল সরবরাহের চেষ্টা করতাম যদ্বারা তারা লাভবান হতে পারে এবং আজও করছি। আর তাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর এই দোয়া আগেও করতাম আর এখনও করি* ***'আল্লাহুম্মাহদে কওমী ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামুন'*** *আল্লাহ্ তাআলা তাদের হেদায়াতের উপকরণ সৃষ্টি করুন।*

পবিত্র কুরআনে আরও উল্লেখ আছে– 'তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় মনযোগ নিবদ্ধ কর এবং তাঁর উদ্দেশ্যে দ্বীনকে বিশুদ্ধ করে কেবল তাঁকেই ডাকো" (৭ ঃ ৩০)। তাই আমরা মসজিদে কেবল তাঁরই জয়গাঁথা গাই।

মহান খোদা তাআলা আমাদেরকে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেসের মহান খিলাফতকালে এক খোদার বাণী সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

৩০ জুন ২০০৯

সূচীপত্র

বিষয়	*পৃষ্ঠা নং*
● *কুরআন শরীফ*	২
● *হাদীস শরীফ*	৩
● *অমৃত বাণী*	৪
● *জুমুআর খুতবা (৮ মে ২০০৯) ঃ* *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	৫-১০
● *জুমুআর খুতবা (১ মে ২০০৯) ঃ* *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	১১-১৯
● *খিলাফতের ছায়াতলেই প্রকৃত শান্তি* *জাফর আহমদ*	২০-২৩
● কবিতা	২৪-২৫
● *যুক্তরাজ্য আহমদীয়া এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মহানবী (সা.)-এর জীবনীর ওপর আলোচনা*	২৬
● *মসজিদ নূর এর শুভ উদ্বোধন*	২৭-২৮
● *কাদিয়ানে খিলাফত শতবার্ষিকী সালানা জলসায় যোগদান* *সালাউদ্দিন মাহমুদ আহমদ*	২৯
● *সংবাদ*	৩০-৩২
● *নিমপাতার কত গুণ*	৩৩
● কৃষিপাতা	৩৪-৩৫
● *দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে* সংকলন ও উপস্থাপনা ঃ এম, আহমদ	৩৬

প্রচ্ছদ ঃ ঘূর্ণিঝড় আইলায় ত্রাণ বিতরণ
ডিজাইন ঃ তারেক আহমদ (সবুজ)

কুরআন শরীফ

সূরা হূদ-১১

৫২। হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে এ (কাজের) কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তাঁরই কাছে প্রাপ্য যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না?

يٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। আর হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা করে তাঁরই দিকে বিনত হও। তিনি তোমাদের ওপর পর্যাপ্ত বর্ষণশীল[১৩২৪] মেঘমালা পাঠাবেন এবং তিনি তোমাদের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আর তোমরা অপরাধে লিপ্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।'

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তারা বলল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আন নি। আর আমরা কেবল তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনতে যাচ্ছি না।

قَالُوا يٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি, 'আমাদের উপাস্যদের কেউ তোমার ওপর মন্দ উদ্দেশ্যে ভর করেছে।' সে বললো, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমি তাদের বিষয়ে দায়মুক্ত যাদেরকে তোমরা শরীক করছো।

إِنْ نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তাঁকে বাদ দিয়ে। তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে মোটেও অবকাশ দিও না।

مِنْ دُونِهٖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿٥٦﴾

১৩২৪। এই আয়াত হতে বুঝা যায়, 'আদ' জাতির প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি; এবং তাদের জমিজমা চাষাবাদের জন্য বৃষ্টির পানির ওপর তারা নির্ভর করত, কারণ কুপ বা খালের মাধ্যমে পানি সেচের কোন ব্যবস্থা তাদের ছিল না।

হাদীস শরীফ

উত্তম কাজে অগ্রগামী হওয়া

কুরআন ঃ

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং পুণ্যকর্ম করেছে এবং তাদের প্রভুর প্রতি বিনীত হয়েছে এরাই জান্নাতের অধিকারী। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। (১১ ঃ ২৪)

হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরা (কাল বিলম্ব না করে) সৎ কাজে লেগে যাও। কারণ শীঘ্রই অন্ধকার রাতের অংশের মত বিপদ-বিশৃঙ্খলার বিস্তার ঘটবে। তখন মানুষ সকাল বেলা মু'মিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে, আবার সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে সকালে কাফির হয়ে যাবে, সে তার দ্বীনকে পার্থিব স্বার্থের বদলে বিক্রয় করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মানব প্রকৃতিতে উৎকর্ষ লাভের অদম্য বাসনার উপাদান নিহিত রয়েছে। তবে এই বাসনার ধারা ও লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। অধিকাংশ মানুষের বাসনা সে যেন পার্থিব বিষয়াদির চরম শিখরে পৌঁছুতে পারে। আর এজন্য সে কঠোর পরিশ্রম করে এবং এই পথে সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও শীর্ষে পৌঁছুতে আগ্রহী থাকে। অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলা মানব প্রকৃতিতে তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দা হবার উপাদানও রেখেছেন। তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, দু'টি পথের–অর্থাৎ খোদার নৈকট্যের পথ অপরটি অসন্তুষ্টির পথ এই দুইয়ের মধ্য হতে যা ইচ্ছা বেছে নাও। এ সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বারবার বিভিন্নভাবে তাঁর নৈকট্যের পথের দিকে আকৃষ্ট করেছেন, আহ্বান করেছেন। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতিকে পূণ্যকর্ম ও বিনত হয়ে তাঁর পথে অগ্রসর হতে বলেছেন যার বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত। খোদা তাআলা তাঁর নৈকট্যের পথে এগিয়ে চলার জন্য বার বার উৎসাহিত করেছেন।

হাদীসটিতে মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, মু'মিনের অবস্থান সর্বদা উন্নতির দিকে হতে হবে তবেই সে ঈমানের পরীক্ষায় সফলকাম হ'তে পারবে। এ জগতে মানুষের সামনে বহু এমন সমস্যা চলে আসে যা দ্বারা সে তার ঈমানী শক্তিকে নষ্ট করে ফেলে। তাই আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেছেন, সৎকাজে লিপ্ত থাকো। সৎকাজে নিয়োজিত থাকলে তোমাদের ঈমান দৃঢ় হবে এবং বিপদের সময় এটা তোমাদের শক্তি দান করবে।

বস্তুত আজকের জগতে চতুর্দিকে তাকালে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, নৈতিক অধঃপতনের এত পথ মুখ খুলে গ্রাস করার জন্য হা করে দাঁড়িয়ে আছে যা এর পূর্বে আর কখনও ছিল না। ঈমানের অবস্থাও তাই, সর্বদা বিপদের মুখে। ঈমান এই আছে-এই নেই। তাই আল্লাহ্র রসূল সতর্ক করে গেছেন যে, সৎ কাজে লিপ্ত থাকো। ঈমানকে সংরক্ষণ করতে হলে এছাড়া কোন পথ নেই। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হলে দুনিয়ার বিপদ তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

সৎকাজে লিপ্ত থাকো। সৎকাজে নিয়োজিত থাকলে তোমাদের ঈমান দৃঢ় হবে এবং বিপদের সময় এটা তোমাদের শক্তি দান করবে।

আল্লাহ্র রসূলের এত স্পষ্ট বাণী থাকা সত্ত্বেও আমরা আজ পার্থিব জগতের মোহে ও এর জন্য খোদার অসন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছি। চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখি না, কান আছে কিন্তু শুনি না। বিবেক আছে বুদ্ধি খাটাই না। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন জগতের কীট না হয়ে খোদার প্রেমিক হই ও তাঁর নৈকট্যের ভিখারী হই, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা :
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"…. হেদায়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত 'মাহ্দী' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ যেন এমন এক যুগের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যখন ঈমানের কোন জ্যোতি অবশিষ্ট থাকবে না, মানব হৃদয় তুচ্ছ জগতের মোহে ছুটবে এবং রহমান খোদার পথ পরিত্যাগ করবে। মানুষের ওপর শির্ক, অবাধ্যতা, অন্যায় এবং বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্যের কালযুগ নেমে আসবে। মানবকল্যাণে সাধিত কাজ বা ব্যক্তিগত স্বার্থে কৃত কর্মে কোন বরকত থাকবে না। মানুষ ধর্মত্যাগ ও অজ্ঞতার পথ বেছে নেবে। একদিকে অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের ব্যাধি বাড়বে, অপরদিকে জঙ্গল ও অনাবাদ ভূমিতে ভ্রমণের আগ্রহও দেখা যাবে। তারা সঠিক সোজা পথকে উপেক্ষা করে অবাধ্যতা ও নৈরাজ্যের আশ্রয় নেবে। দুর্ভাগ্যের পঙ্গপাল মানব বৃক্ষে হামলা করবে যার ফলে কোন ফল বা শাখার কোন কোমলতা অবশিষ্ট থাকবে না। আজ তুমি দেখছো, এ যুগে সাধুতা বলতে কিছু নেই, ঈমান ও আমল হারিয়ে গেছে, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেছে। আল্লাহ্ এহেন সংকটের সময় পুনরায় তাঁর চিরন্তন প্রতিশ্রুতি স্মরণ করেন। তিনি চতুর্দিক থেকে ধর্মের দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেন এবং অশান্তির ভয়াবহ আগুন নির্বাপিত করার প্রতি দৃষ্টি দেন। আদম সৃষ্টির ন্যায় তিনি ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যে এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন যাঁর মাঝে তিনি সত্যের প্রেরণা পুরোপুরি সঞ্চার করেন। তাঁর সৃষ্টি যেহেতু ইবনে মরিয়ম সৃষ্টির মত তাই খৃষ্টানদের মুখ বন্ধ করার নিরিখে তাঁর নাম 'ঈসা' রাখেন অপরদিকে তিনি তাঁকে বিশ্বস্ত 'মাহদী' নাম দেন। কেননা তিনি পথভ্রষ্ট মুসলমানদের পথের দিশা প্রদানের জন্য তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পেয়েছেন। অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকদের উদ্ধারের স্বার্থে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তিনি তাঁদেরকে বিশ্ব-প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করতে পারেন। এটি সেই সত্য যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহে লিপ্ত। আল্লাহ্ সম্যক অবগত কিন্তু তোমরা জানো না। মানুষকে তাঁর সঠিক পথের দিকে ডাকার জন্য তিনি তাঁর অনুগত দাসদের একজনকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করেছেন। অতএব গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছা। তাঁর যা করার ছিল তিনি তা-ই করেছেন। তোমরা খুব বেশি হাসছো, কাঁদছো না। তোমরা তাকাও ঠিকই কিন্তু দেখ না।

এ যুগে সাধুতা বলতে কিছু নেই, ঈমান ও আমল হারিয়ে গেছে, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেছে। আল্লাহ্ এহেন সংকটের সময় পুনরায় তাঁর চিরন্তন প্রতিশ্রুতি পুরণ করেন।

হে মানুষ! তোমরা কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে বেশি বাড়াবাড়ি করো না। সেই আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করছো না অথচ ইতোপূর্বে তোমরা তাঁর অপেক্ষায় ছিলে? আকাশ সাক্ষ্য দিয়েছে কিন্তু তোমরা ভ্রুক্ষেপ করছো না আর ধরাপৃষ্ঠও সরব কিন্তু তোমরা ভাবছো না, তারা বলে, আমরা 'আসারে' (এমন হাদীস যা সাহাবিরা মহানবীর বরাত ছাড়া বর্ণনা করেন) যা পড়েছি এর বাইরে কোন কিছু গ্রহণ করবো না। যদিও তাদের 'আসার' বিকৃত বা মানুষের বানানো! হে মানুষ! তোমরা সর্বত্র দৃষ্টিপাত কর এবং ধুম্রজালকে বর্জন কর আর যা স্পষ্ট ও নিশ্চিত তা গ্রহণ কর। হে মুত্তাকীগণ! সন্দেহের অনুসরণ করো না। আল্লাহ্ আমাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করো না।

(সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণ পৃঃ ৫৭-৫৮ থেকে উদ্ধৃত)

শয়তান তোমাদের ক্ষতি করবে।

তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলে ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিপতিত হবে।

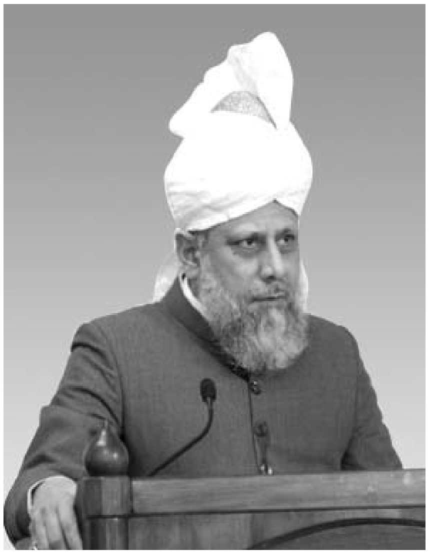

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৮ মে, ২০০৯ (৮ হিজরত, ১৩৮৮ হিজরী শামসী)-এর জুমু'আর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র নাম সমূহের একটি হলো *'আল্ ওয়াসে'*। এর অর্থ: সেই সত্তা যাঁর রিয্ক থেকে তাঁর পুরো সৃষ্টি লাভবান হচ্ছে, যার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। সেই সত্তা যার পরবিমুখতা বা প্রাচুর্য্য সকল অভাব বা পরমুখাপেক্ষিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর একটি অর্থ করা হয়, সেই সত্তা যিনি অনেক বেশি দানকারী, সেই সত্তা যাঁর নিকট যাচনা করলে তিনি তাঁর দানের পরিধিকে ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত করতে থাকেন। আবার অনেকের মতে এর অর্থ হচ্ছে, সেই সত্তা যিনি সকল বস্তুকে ঘিরে রেখেছেন, সব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন। আল্লাহ্ তাআলার এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই সবগুলো অর্থই পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণিত হয়।

এখন আমি পবিত্র কুরআন থেকে কতক আয়াত উপস্থাপন করবো, যেগুলোতে আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মু'মিনদের মনোযোগ আকর্ষণ করে স্বীয় **'ওয়াসে'** বৈশিষ্ট্যের অধীনে তা বর্ণনা করেছেন।

সূরা বাকারার ২৬৯ নম্বর আয়াতে শয়তান কর্তৃক বান্দার প্রতারিত হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٩﴾

অর্থাৎ 'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ হতে তোমাদেরকে ক্ষমা ও কল্যাণ দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্তুত: আল্লাহ্ প্রাচুর্য্যের অধিকারী এবং সর্বজ্ঞানী'।

এ আয়াতে খোদা তা'লা দু'টি বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে তাঁর বান্দাকে দূরে সরানোর জন্য শয়তান ব্যবহার করে থাকে। প্রধানত, দারিদ্র্য অর্থাৎ দরিদ্র হবার ভয় দেখানো; দ্বিতীয়ত, অশ্লীলতার আদেশ দেয়া। এই যে দারিদ্র্যের ভয় দেখানো, তার বহু প্রকারভেদ রয়েছে। শয়তান আল্লাহ্ তাআলাকে বলেছিল, আমি সব রাস্তায় বসে মানুষকে সরল রাস্তা হতে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে যাবো আর সে তার এ কথা পূর্ণ করার জন্য কখনই কোন সুযোগ হাতছাড়া করেনি। এসব রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা তার নিজ শক্তি বলে ছিলনা বরং আল্লাহ্ তাআলা তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন, এবং বলেছেন, ঠিক আছে তুমি যখন এমন করতে চাও তো করো; কিন্তু আমি তোমার পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করবো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে বলেছেন, সাবধান! তোমরা যদি আমার দাসত্ব করতে চাও তবে শয়তানের হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেবে। বাহ্যত: শয়তানের বিভ্রান্ত করার রীতি তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে, কিন্তু এর ফলাফল তোমাদের জন্য শুভ হবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে অসংখ্য স্থানে বিভিন্ন ভাবে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার নির্দেশ দিয়েছেন, তার ক্ষতিকর দিকগুলো স্পষ্ট করেছেন। একস্থানে বলেছেন,

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

(সূরা আন্ নিসা:৬১)

অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে ভয়াবহ ভ্রষ্টতায় নিপতিত করতে চায়।

এরপর বলেছেন, শয়তান তোমাদেরকে অনেক বড় ক্ষতির মুখে ঠেলে দেবে, আর বন্ধু সেজে তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

আরো বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

(সূরা আল্ আ'রাফ:২৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের দু'জনের প্রকাশ্য শত্রু।

আদম ও হাওয়ার (ঘটনার) বরাতে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি শুধু আদম ও হাওয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং নারী-পুরুষ উভয়কে সাবধান করা হয়েছে যে, শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু। কাজেই তার ফাঁদে পা দেয়া হতে সাবধান থেকো। সৎকর্ম করো, ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হও।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, পবিত্র কুরআনে যেসব ঘটনাবলী ও কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এসব পুরনো কথা কেবল আমাদের জ্ঞাত করার জন্যই পুনরাবৃত্ত করা হয়নি বরং এগুলো ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ ভবিষ্যতে এভাবে ঘটবে। তাই যদি মু'মিন হও আর প্রকৃতপক্ষেই মু'মিন হয়ে থাক তবে, সাবধান! কেননা এখনো এমনটি ঘটতে পারে। যুগ পরিবর্তনের পাশাপাশি শয়তানের আক্রমণের ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে। সকল প্রকার নতুন আবিষ্কার এবং অগ্রগতির পানে মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ যেখানে এর কল্যাণরাজি দ্বারা আমাদের উপকার সাধন করছে, সেখানে শয়তানও একে ব্যবহার করছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, শয়তান তোমাদের ক্ষতি করবে এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলে ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিপতিত হবে। সূরা বাকারার যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি তাতে বলেছেন, শয়তান তোমাদেরকে ***'ফকরের'*** ভয় দেখায়, ***'ফকর'***-শব্দের একটি অর্থ হলো দারিদ্র্য। মেরুদন্ড ভেঙ্গে যাওয়া 'ফকরের' আরেকটি অর্থ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়ে বলে, যদি তোমরা এই কাজটি কর তবে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানোর যোগ্যতা রাখবে না। এই কাজ বা অমুক কাজ করলে অভাব তোমাকে ঘিরে ফেলবে এবং এই পৃথিবীতে পার্থিব উন্নতির দৌড়ে তুমি অনেক পিছিয়ে থাকবে। যদি কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করতে থাক তবে কখনোই নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে পারবে না।

অতএব কুরবানীর সূত্র ধরে শয়তানের এই ভয় দেখানোর রীতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কখনো সে এই বলে ভয় দেখাবে যে, এখন কাজের সময় তাই ইবাদতের পিছনে সময় ব্যয় করা সমীচিন হবেনা। কখনো আর্থিক কুরবানী থেকে বিরত রাখার জন্য দীনতার ভয় দেখাবে যে, এই মহূর্তে যদি তোমাদের কাজ ও অর্থ ব্যয় হয় তবে তোমাদের ব্যবসায় ক্ষতি হবে। কখনো এই বলে ভয় দেখাবে যে, আজ এই অর্থ যদি এখানে খরচ কর তবে তোমাদের সন্তান ক্ষুধার্ত থাকবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্ তাআলার বান্দা তারা তার এই ভীতি প্রদর্শনে ভীত হয় না।

সম্প্রতি, আল্ ফযলে একটি প্রবন্ধ পড়ছিলাম। আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে কেউ একজন লিখেছেন, রাবওয়ার কোন এক আহমদীর ঘটনা; তিনি মাংস ক্রয় করছিলেন। তখন সেক্রেটারী মাল সাহেব সাইকেলে সে পথে যাচ্ছিলেন। যিনি বাজার করছিলেন তাঁকে দেখে সেক্রেটারী মাল সাহেব সেখানে থামেন আর কেবল স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে তাকে বলেন, আপনার অমুক চাঁদা বকেয়া পড়েছে। তখন সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকা বাকী আছে? সেক্রেটারী মাল সাহেব তাকে জানালেন। বেশ বড় অংক ছিল। তিনি সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় চাঁদা আদায় করে রশিদ সংগ্রহ করেন। কসাই-এর কাছ থেকে যে মাংস কিনেছিলেন তা এই বলে ফেরত দেন যে, আজ আমরা মাংস খেতে পারবো না। সাদামাটা খাবার খাবো।

অতএব এরাই এমন বান্দা যারা শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হন না। যখন সে (শয়তান) বলে, কি করছো? তোমার সন্তান আছে, আজ তাদের হয়ত মাংস খেতে মন চাচ্ছে, আর তুমি তাদেরকে এখেকে বঞ্চিত করছ? আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় শুধু একটাই নয় বরং জামাতে আহমদীয়াতে এমন শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে, যারা শুধু মাংস খাওয়া থেকেই বিরত থাকেনা বরং প্রয়োজনে অনেক সময় আর্থিক কুরবানীর জন্য উপবাস করে কিন্তু মালী কুরবানী হতে পিছ পা হয় না।

এরপর রয়েছে জীবনের কুরবানী। জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাস এ ধরনের কুরবানীতেও সমৃদ্ধ। বর্তমানে পাকিস্তানে শত শত সাধারণ মানুষও মারা যাচ্ছে। বুঝার উপায় নেই যে, কে আকস্মিক ভাবে গুলির লক্ষ্যে পরিণত হবে। কিন্তু আহমদীরা যে কুরবানী করে সেটা তারা জেনে শুনেই করে যে, এই কাজ করলে, এই এলাকায় থাকলে, অমুক পথে চললে আহমদী হওয়ার দোষে যে কোন সময় মৃত্যুর সমূহ আশংকা রয়েছে; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে তারা এ কুরবানী করে যাচ্ছে।

জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে

সৈয়্যদুশ্ শুহাদা (শহীদদের সর্দার) হযরত সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ শহীদ (রা.)-এর কুরবানী, মৌলভী আব্দুর রহমান (রা.)-এর ত্যাগ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁরা কাবুলে করেছিলেন, এসব কুরবানী বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে! এরা হচ্ছে **আব্দ্-উর-রহমান** বা রহমান খোদার প্রকৃত বান্দা। যাঁরা একটি মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেন না। আহমদীদের জীবনে এ ধরণের কুরবানীরও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে অতর্কিত আক্রমণ তাদের কুরবানী বা শাহাদতের কারণ হয়নি বরং বুক ফুলিয়ে নিজ ধর্ম বিশ্বাসের উপর অটল থেকে তারা এসব কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, নিজেদের প্রাণের নযরানা পেশ করেছেন।

যাহোক, শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, সে তোমাদেরকে কুরবানী সম্পর্কে ভয় দেখায়। কখনো এ বলে ভয় দেখায় যে, তোমরা দারিদ্র্যের শিকার হবে, আবার কখনো বলে, তোমাদের এই কুরবানীর ফলে তোমাদের সন্তান-সন্ততিও সমাজে কোন কাজের যোগ্য থাকবেনা। যখন প্রাণের কুরবানীর প্রশ্ন আসে তখন তাদেরকে এভাবে ভয় দেখায় যে, তোমার মৃত্যুর পর সন্তানদের কি হবে? বর্তমান যুগে অর্থনীতিকেও মেরুদন্ড বলা হয়ে থাকে। অতএব ত্যাগী মানুষ– যারা প্রাণ, সম্পদ ও সময়ের কুরবানী করেন তাদেরকে তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের জীবিকার উপকরণ ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় দেখানো হয় কিন্তু তারা অব্যাহতভাবে কুরবানী করতে থাকেন। তারা কখনো এমন বিভ্রান্তিতে পড়েন না। এভাবে মানব জীবনে আরো অনেক ধরনের কুরবানী মানুষকে দিতে হয় যা সম্পর্কে শয়তান ভয় দেখায়।

এরপর সময়ের কুরবানীর উদাহরণ রয়েছে। এটা সকল আহমদী-ই জানেন, কেননা আল্লাহ্ তাআলার ফযলে যেসব আহমদী নেযামে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন তারা কিছুটা হলেও জামাতের জন্য সময় ব্যয় করেন। আর কিছু না হলেও তারা মিটিং, ইজতেমা ও জলসার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করেন। এছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী সময়ের কুরবানী করে প্রত্যেক সপ্তাহে জুম'আর নামাযে এসে থাকেন এবং শয়তান যখন বাঁধা দেয় তখন তারা তার কুমন্ত্রণার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না।

কিন্তু কতক মানুষ এমনও আছে যারা শুধু জুম'আয় নয় বরং কোন সময় ঈদেও আসে না, তারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এসব ইবাদতকে জলাঞ্জলি দেয় আর তাদের নামাযের যে অবস্থা তাও মহা চিন্তার বিষয়। আহমদীদের মাঝেও একটা অনেক বড় শ্রেণী আছে যারা সময়ের এই কুরবানীর প্রতি মনোযোগী নয়। ইবাদতে আলস্যের কারণ আছে, সবচেয়ে বড় কারণ হলো নিজেদের কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে মহাব্যস্ত কিন্তু নামায পড়ার জন্য সময় ব্যয় করে না।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যখন তোমরা কুরবানী কর তখন শয়তান তোমাদেরকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখায়। কখনো দারিদ্রের ভয় দেখিয়ে নামাযে সময় ব্যয় (কুরবানী) করতে বাঁধা প্রদান করে। বস্তুত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে বাঁধা প্রদান করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, একজন সত্যিকার মু'মিন হওয়ার সুবাদে শয়তান থেকে সাবধান থাক। মোটকথা আল্লাহ্ তাআলা থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্য শয়তানের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে যা সে বান্দার উপর প্রয়োগ করে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, শয়তান এক দিকে তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়ে এই কুরবানীর পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে অথচ অপরদিকে অশ্লীলতার প্রতি আকৃষ্ট করে সময় ও অর্থ সবই নষ্ট করায়। যারা বস্তুবাদী তারা তার প্ররোচনায় পড়ে এসব কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। একজন অবিশ্বাসী, বস্তুবাদীকে শয়তান পার্থিব ক্রীড়া-কৌতুকের পিছনে খরচ করতে প্ররোচিত করে। যারা শয়তানের পিছনে চলে তারা জুয়া, মদ এবং এ রকম অন্যান্য বেহুদা কাজে অঢেল খরচ করে আর তারা বুঝতেও পারে না কেননা, শয়তান সাময়িক ভোগ-বিলাসের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, মানুষ ভুলে যায়, সে মন্দ কাজ করছে আর এ কারণে তারা শয়তানের পিছু চলতে থাকে।

অতএব আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদেরকে বলেছেন,

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

(সূরা আল্ বাকারা:১৬৯)

অর্থাৎ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা হতে দূরে সরানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টায় রত। তার কাছে কখনও কল্যাণের আশা করো না। শয়তানের কাছ থেকে কোন কল্যাণ আসতে পারে এমনটি ভাবাও চরম ভ্রান্তি। কেননা তার কাজই হচ্ছে বান্দাদেরকে অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় কর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা।

যদি আমরা একজন বস্তুবাদী মানুষকে জিজ্ঞেস করি যে, শয়তান সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? তাহলে সে একথাই বলবে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হাত থেকে আমাদের নিরাপদ রাখুন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে বস্তুবাদিতার পূজারী হয়ে ত্যাগ-তিতিক্ষার পথ পরিহার করে অশ্লীলতায় জড়িয়ে যায় এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সে মূলতঃ বুঝতেই পারছেনা যে সে কি করছে। শয়তান এমন বান্দাদেরকে তার অনুসরণ করিয়ে সেই কথা পূর্ণ করছে যে, আমি অধিকাংশ মানুষকেই আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেবো।

কাজেই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তোমরা শয়তানের এমন প্রতারণামূলক কার্যকলাপ হতে সাবধান থেকো। সে অত্যন্ত চতুরতার সাথে তোমাদেরকে প্ররোচিত করে। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ধাবিত হও কেননা এটাই তোমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য, আর এটি লাভের উপায় হলো, অনুতাপের সাথে তাঁর প্রতি বিনত হও তাহলে জেনে রেখো আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সাথে ক্ষমার অঙ্গীকার করেছেন। তোমাদের অতীত পাপ এবং ভুল-ত্রুটি সমূহ ক্ষমা করবেন এবং ভবিষ্যতে তোমাদেরকে পুণ্যকর্ম ও কুরবানীর তৌফিক দান করে তোমাদের জন্য ক্ষমা ও কল্যাণের বিধান করবেন।

আল্লাহ্ তাআলা এখানে يَعِدُكُمْ শব্দ ব্যবহার করে আশ্বস্ত করেছেন যে, যদি তওবা আন্তরিক হয়ে থাকে তবে অবশ্যই ক্ষমা পাবে। শুধু ক্ষমাই নয় বরং তাঁর কল্যাণের এমন সব দ্বার উন্মোচিত হবে যা মানুষের কল্পনাতীত। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে সর্ব প্রথম শয়তানের যে কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেভাবে আমি পূবেই বর্ণনা করেছি তা হল, দারিদ্রতার ভয় দেখানো। অর্থাৎ শয়তান মানুষের হৃদয়ে এই ভয় সৃষ্টি করে যে, কুরবানী করার ফলে, দারিদ্রের শিকার হবে আর শুধু দারিদ্রই নয় বরং অবস্থা এমনভাবে বিধ্বস্ত হয় যে যেভাবে মেরুদন্ড ছাড়া মানুষ দাঁড়াতে পারে না, কুরবানী করার ফলে তোমরা সেভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা হারিয়ে বসবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, শয়তান মিথ্যা বলে। কিয়ামত দিবসে সে তার এ কথা অস্বীকার করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তিনি তোমাদের ক্ষমার ব্যবস্থা করবেন। এরফলে যেখানে ইহকালে তিনি পুরস্কারে ভূষিত করবেন সেখানে পারলৌকিক জীবনেও আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, তাকে স্বীয় ক্ষমার চাদরে আবৃত করবেন।

এরপর শয়তান যে অশ্লীলতার আদেশ দেয়, তাতে লিপ্ত হলে এ পৃথিবীতেই মানুষ বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত হয়। বিভিন্ন নোংরামী ও বেহুদা কাজ এমন রয়েছে যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, যাতে জাগতিক ক্ষয়-ক্ষতিও রয়েছে এবং পরকালেও শাস্তি হিসেবে তা ভোগ করবে। কিন্তু একজন মু'মিনের সাথে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তার উপর অনুগ্রহরাজি বৃদ্ধি করবেন এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে যাবেন আর কল্যাণের বিভিন্ন দ্বার উন্মুক্ত করতে থাকবেন; যা মানুষকে ইহলোকে ও পরকালে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য প্রদানের মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এই প্রতিশ্রুতি সেই খোদার যিনি স্বর্গ ও মর্তের অধিপতি, তিনিই **'ওয়াসে'** বা প্রাচুর্য দাতা। তাঁর নিকট অফুরন্ত কল্যাণের ভান্ডার রয়েছে। আজ একজন আহমদী সে যে কোন ধরনের কুরবানী করে থাকুক না কেন এটি জানে যে, প্রত্যেক কুরবানীর ফলে আল্লাহ্ তাআলা এমন আশিস বর্ষণ করেন যা মানুষ কখনো ভাবতেও পারে না, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কীভাবে সাহায্য করছেন। আর্থিক কুরবানীকারীদের সম্পদকে এতটা বৃদ্ধি করেন যে, অনেক সময় তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। অনেকে চিঠি লিখে তা প্রকাশ করে, তাদের রিয্ক'এ এতটা বরকত সৃষ্টি হয়েছে যা তারা ভাবতেও পারেনা। প্রাণ বিসর্জনকারীদের ধন ও জনসম্পদে এত বরকত দান করেন যা তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য কল্পনাতীত ।

অনেক আহমদী পরিবারের সদস্যরা আহমদীয়াতের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন, তাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনরা এ বিষয়ের সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপায় এসব শাহাদত তাদের উপর অপরিসীম আশিস ও কল্যাণ বর্ষণের কারণ হয়েছে এবং তারা সেই খোদা যিনি স্বাচ্ছন্দ্য দাতা ও সর্বজ্ঞানী তাঁর সীমাহীন কৃপার দৃশ্য দেখেছে। এখানে সর্বজ্ঞানী বলে এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তোমাদের ত্যাগ ও তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি সবিশেষ জ্ঞাত। ভবিষ্যতেও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেসব কর্ম করবে তখন প্রাচুর্যদাতা খোদা তাঁর অশেষ কৃপা হতে তোমাদের কল্পনাতীত অংশ দান করতে থাকবেন।

অতএব এ হচ্ছে সেই মৌলিক কথা যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার উপর কীভাবে বর্ধিত অনুগ্রহ করে থাকেন! স্মরণ রাখুন যে কেবল তওবা, ইস্তেগফার, সৎকর্ম ও কুরবানীই (ত্যাগ-তিতিক্ষা) কারো ক্ষমা লাভের কারণ নয় বরং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অপার করুণায় ফিরিশ্তাদেরও সেসব বান্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন, যেসব বান্দা ঈমান আনে, তওবা করে, আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশিত পথে চলার চেষ্টা করে এবং তাঁর জন্য কুরবানী করে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল্ মো'মেন এ বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٨

(সূরা আল্ মো'মেন:৮)

অর্থ: 'যারা আরশকে বহন করছে এবং যারা এর চতুর্দিকে রয়েছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাঁর উপর ঈমান আনে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তো সব কিছুকে তোমার দয়া ও জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে রেখেছ, কাজেই ঐ সব লোক যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে, তাদেরকে তুমি ক্ষমা কর এবং দোযখের আযাব হতে রক্ষা কর।'

এখানে আরশ বহনকারী বলতে ফিরিশ্‌তাকে বুঝায়। সূরাতুল হাক্কায় আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্টভাবে ফিরিশ্‌তাদের উল্লেখপূর্বক বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আটজন ফিরিশ্‌তা আরশকে বহন করবে। যাহোক, এখানে আরশ বহনকারী অর্থ আল্লাহ্ তাআলার ফিরিশ্‌তা অথবা সেসব বৈশিষ্ট্য (গুণাবলী), যার উপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এসব ফিরিশ্‌তা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছেন, যার কথা সূরাতুল্ ফাতিহায় বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ রব, রহমান, রহীম ও মালিকে ইয়াওমিদ্দীন, যা এই পৃথিবীতে মানুষের কাজে আসে। যারা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর ঈমান আনয়নকারী এবং ঈমান আনয়নের পর তওবার প্রতি মনোযোগী হয়, যারা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে অবনত হয় এবং সৎকর্ম সম্পাদনকারী, তাদের জন্য ফিরিশ্‌তারাও দোয়া করে। বিশেষভাবে সেসব ফিরিশ্‌তা যাদের উপর খোদা তাআলা এই বৈশিষ্ট্যাবলী মানুষের ক্ষেত্রে কার্যকরী করার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক ফিরিশ্‌তা যাঁর উপর নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যের দায়িত্ব রয়েছে, সে খোদা তা'লার কাছে সেই বৈশিষ্ট্যের বরাতে দোয়া করে। ঐ সব লোকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যারা ঈমান আনার পর আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য চেষ্টা করে এবং সর্বদা তওবা (অনুতাপ) করা অবস্থায় সৎকর্ম করত: এই নৈকট্য লাভের আপ্রাণ চেষ্টা চালায় এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে।

একইভাবে এসব ফিরিশ্‌তার অধিনস্ত যেসব ফিরিশ্‌তা রয়েছে অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা সংক্রান্ত আল্লাহ্ তাআলার যে নেযাম বা ব্যবস্থাপনা আছে তাতে ফিরিশ্‌তার অধিনস্ত ফিরিশ্‌তাও রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য যেসব ফিরিশ্‌তা ধারণ করে রেখেছে তাদের অধীনে যেসব ফিরিশ্‌তা কাজ করছে তারাও আল্লাহ্ তাআলার এসব বান্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

মোটকথা খোদা তাআলা তাঁর পুণ্যবান বান্দার কর্মের বেশি বেশি প্রতিদান দেয়ার জন্য তাঁর ফিরিশ্‌তাদের ব্যবস্থাপনাকেও কাজে লাগিয়ে রেখেছেন যে, আমার এই বান্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। এরফলে যেখানে তাদের প্রতিদান বৃদ্ধি পেতে থাকবে সেখানে ফিরিশ্‌তাদের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে সর্বদা সৎকর্ম ও তওবা করার সৌভাগ্যও লাভ হতে থাকবে। মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ও স্খলন ঘটেই থাকে; যদি স্খলন হয়ে যায় আর ভুল-ত্রুটি বশত: কোথাও যদি সাময়িক হোঁচট খায়, মানুষ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল না করে তবে এই ফিরিশ্‌তারা আল্লাহ্ তাআলাকে তাঁর দয়া এবং তাঁর অপরিসীম ও অসীম জ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলেন যে, এদের ক্ষমা কর। আর ভবিষ্যতেও তোমার আনুগত্য করে এরা যেন তোমার ক্ষমা থেকে অংশ পেতে থাকে।

এখানে রহমতের কথা প্রথমে উল্লেখের পর ক্ষমার দোয়া করেছে কেননা, ক্ষমা শুধু তোমার রহমতের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। অতএব স্বীয় ব্যপক রহমতকে কার্যকর করে ক্ষমার বিধান কর। নি:সন্দেহে তোমার জ্ঞান ব্যপক, মানুষের হৃদয়ে এবং এই সকল লোকদের হৃদয়ে যা রয়েছে, তাও তুমি জ্ঞাত।

আজ এই পুণ্যকর্মের পর ভবিষ্যতে যে কর্ম সম্পাদিত হবে সে সম্পর্কেও ফিরিশ্‌তারা বলে, হে খোদা! সে সম্পর্কে তুমিও সম্যক অবহিত। মোটকথা তুমি এদের পরিবেষ্টন করে রেখেছো আর হতে পারে, এরা যে বিগড়ে যাবে আর জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে সেকথা তুমি জান। কিন্তু আপন রহমত বিস্তৃত করে তাদের পুণ্যকর্ম সমূহকে স্থায়ী রূপ দাও যাতে তারা সর্বদা পুণ্যের প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পায়। যদি তোমার দয়া বর্ষিত হয় তাহলে তারা এই সৌভাগ্য লাভ করতে থাকবে।

অতএব ইনি হলেন আমাদের রহমান, ক্ষমাশীল ও দয়ালু খোদা। যিনি মানুষের জন্য ক্ষমার এবং তাকে পুণ্যের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সকল উপায় অবলম্বন করেন। যদি একটি অপরাধ করে তাহলে সে সেই অপরাধেরই শাস্তি পায় কিন্তু যদি একজন মানুষ পুণ্য কর্ম করে তাহলে সে এর দশগুণ প্রতিদান লাভ করে। কুরবানীর ব্যাপারে বলেছেন, এই কুরবানীর প্রতিদান সাতশত গুণ বরং বলেন, এর চেয়েও অধিক হতে পারে। কেননা খোদা হলেন প্রাচুর্য দাতা তাই তাঁর পুরস্কার বা দানের কোন সীমা নেই। এতদসত্ত্বেও মানুষ কত অকৃতজ্ঞ যে, শয়তানের প্ররোচনায় ক্ষণস্থায়ী আনন্দের পিছনে ছুটে সেই রহমান ও রহীম খোদাকে অস্বীকার করে যার প্রতিদান বা পুরস্কারের কোন শেষ নেই।

এরপর মূসা (আ.)-এর একটি দোয়ার ফলশ্রুতি স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা আপন রহমতের উল্লেখ করেছেন। সূরা আল্ আ'রাফে এর উল্লেখ রয়েছে:

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

(সূরা আল্ আ'রাফ:১৫৭)

অর্থঃ এবং তুমি আমাদের জন্য এই পার্থিব জগতে কল্যাণ নির্ধারণ কর এবং পরকালেও। (পূর্বোক্ত আয়াতেও এই দোয়াই করা হয়েছে, কিছুটা অংশ এই আয়াতে রয়েছে) **নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি অনুতাপের সাথে প্রত্যাবর্তন করেছি। তিনি বললেন, আমি যাকে চাই আমার আযাব দিয়ে থাকি; কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং আমি ঐসব লোকের জন্য এই রহমত নির্ধারিত করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত প্রদান করে আর যারা আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে।**

আমি বলেছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ পবিত্র কুরআনে যেসব নবীদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তা আগামী দিনের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ। যখন এসব দোয়া গৃহীত হবার বিবরণ আসে এবং আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রহমতের উল্লেখ করেন; স্মরণ রাখতে হবে যে, আজও এই রহমত সেভাবেই বিস্তৃত রয়েছে যেভাবে পূর্বে ছিল তবে শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা যেসব শর্তাবলী নির্ধারণ করেছেন মানুষ যেন তা মেনে চলার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অসীম এবং অকুল রহমতের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এটি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। কিন্তু একইসাথে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতিও মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, নিঃসন্দেহে আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে কিন্তু তোমাদের উপরও কতক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তা পালন করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। দায়িত্বাবলী হচ্ছে, তাকওয়া অবলম্বন করো, আমার ইবাদত করো। আমাকে সবার তুলনায় বেশী ভালবাসো। আল্লাহ্র অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করো এবং আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত ও প্রত্যাদিষ্টদের এ পৃথিবীতে আগমন তাঁর আয়াত এবং নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভূক্ত কেননা, তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলী প্রকাশের একটি ধারা সূচিত হয়। আমরা জানি এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক; হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা নিদর্শনাবলী প্রকাশের একটি ধারা সূচিত করেছেন, যা চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ রূপেও আমরা দেখেছি। কোন সময় ভূমিকম্পের আকারে তা প্রকাশ পেয়েছে, আবার কখনও প্লেগের আকারে তা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া বর্তমান যুগের আবিষ্কারাদি সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এগুলোও নিদর্শন যা পূর্ণ হচ্ছে এবং আল্লাহ্ তাআলা এই নিদর্শনাবলী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর দেখাচ্ছেন। এরা স্বয়ং স্বীকার করে যে, ভূমিকম্প এসেছে রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথমেও ছিল কিন্তু এরা নিজেরা স্বীকার করে যে, প্রথমে এত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেনি। সুতরাং যখন দাবীকারক ঘোষণা করেন যে, এটি ঘটবে এবং আমার সমর্থনে ঘটবে তখন তা বিশেষ নিদর্শনে পরিণত হয়।

অতএব আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার নিদর্শনাবলী দেখো; এর প্রতি ঈমান আনো এবং আমার প্রেরিতকে উপহাস করোনা তাহলে তোমাদের প্রতি আমার অসীম রহমতের ব্যপকতার কোন সীমা থাকবে না। রহমত বিস্তার লাভ করতে থাকবে আর যারা সৎকর্ম করতে থাকবে তাদের কাছে এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ্ তাআলা– মালিক বা সর্বাধিপতি। তিনি স্বয়ং বলেছেন, যাকে চান শাস্তি প্রদান করেন আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু নিজ রহমত বা দয়ার মাধ্যমে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন তাই বান্দাদের তাঁর কাছে এটিই প্রত্যাশা রাখা উচিত; আর আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা লাভের বাসনায় তাঁর নির্দেশাবলী অনুসারে চলার আপ্রাণ চেষ্টাও করা উচিত। একজন মু'মিনের এটিই অন্যতম কাজ। এটি তাকে শোভা পায়না যে, আল্লাহ্ তাআলা যা নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন তা বাদ দিয়ে এই বিশ্বাসের পিছনে চলবে কারণ খোদার রহমত অত্যন্ত ব্যাপক তাই যাচ্ছেতাই করতে পারি ক্ষমাতো পেয়েই যাবো। এটি নির্বোধের কাজ বরং আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য না বোঝার ফল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ **'এ আয়াত হতে জানা জায় যে, রহমত সার্বজনীন এবং বিস্তৃত। আর গযব অর্থাৎ আদল (ন্যায়বিচার) বৈশিষ্ট্য বিশেষ পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ঐশী আইন লঙ্ঘণের ফলে এই বৈশিষ্ট্য কার্যকর হয়।' (জঙ্গে মুকাদ্দস-রূহানী খাযায়েন,৬ষ্ঠ খন্ড-পৃঃ২০৭)** নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার রহমত বা দয়া ব্যাপক কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা নিজ **আদ্ল্** (সুবিচার) বৈশিষ্ট্যের অধীনে ক্রোধও (ক্ষমতা) প্রকাশ করেন। যখন তিনি সিদ্ধান্ত করতে চান তখন ইনসাফের ভিত্তিতে করেন। যখন মানুষ ঐশী আইন ভঙ্গ করে ও সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন এই আদল বা ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হওয়ার অধিকারের কথা জানান দেয় এবং তখন এর বিশেষত্ব বুঝা যায়।

অতএব আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃতির যে নিয়ম নির্ধারণ করেছেন সে মোতাবেক যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদেরকে তিনি শাস্তিও প্রদান করেন। তাই তিনি বলেন নি যে, পাপিষ্ঠদের উপর তাঁর রহমত ছেয়ে থাকবে বরং তাকওয়ার পথে বিচরণকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং খোদার নিদর্শনাবলীর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমার রহমত তাদের জন্য অবধারিত। অতএব একজন মু'মিনের উচিত সেই রহমত লাভ করার চেষ্টা করতে থাকা তাহলেই সে আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপক রহমতের প্রত্যাশা রাখতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

(কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক-লন্ডন থেকে প্রাপ্ত)

তোমরাই আল্লাহ্ তাআলার শেষ ধর্মমন্ডলী কাজেই পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যা হতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়

সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১ মে, ২০০৯-এর (১ হিজরত, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমু'আর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ ربِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

গত খুতবায় আমি আল্লাহ্ তাআলার *'আন্ নাফে'* গুণবাচক নামের আলোকে বলেছিলাম যে, প্রকৃত কল্যাণকর সত্তা হলো খোদা তাআলার সত্তা। এ জন্য শুধু তাঁরই ইবাদত কর। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আমার ইবাদত কর'। তাহলে তোমরা এ পৃথিবীতে তাঁর কৃপার উত্তরাধিকারী হবে এবং পারলৌকিক জীবনেও কৃপাভাজন হবে। আরো বলেছেন, ইবাদতের পাশাপাশি সেসব নির্দেশাবলীও মেনে চল যার উপর আল্লাহ্ তাআলা আমল করার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শুধু এ কথাই বলেননি যে, সব ধরনের কল্যাণ যেহেতু আমার সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট তাই তোমরা আমার ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও বরং তিনি বলেছেন, বিশ্ব জগত এবং এর অভ্যন্তরীণ প্রতিটি বস্তু আমার সৃষ্ট আর আমার আদেশেই এগুলো কল্যাণকর ও ক্ষতিকর হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, যে সমস্ত জিনিসের উপর তোমাদের জীবন নির্ভরশীল, আমি হচ্ছি সেগুলোর সৃষ্টিকর্তা। তিনি বলেন, আমিই রাব্বুল আ'লামীন। স্বয়ং আমিই রাব্বুল আলামীন, অতএব অন্য কোন স্থান থেকে কল্যাণ লাভের কোন প্রশ্নই উঠে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, **'আল্লাহ্ তাআলার রবুবিয়্যত অর্থাৎ, সৃষ্টি করা এবং চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর কাজ বিশ্ব জগতে অবিরত চলছে।'** এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার রবুবিয়্যত; তিনি শুধু সৃষ্টিই করেন নি, বরং সৃষ্টিকে যে চরম শিখরে পৌঁছানো আবশ্যক সেই স্থানেও পৌঁছে দেন। এই বিশ্ব ব্যবস্থা সৃষ্টির পর প্রতিনিয়ত এক নতুন মহিমা ও রূপ প্রকাশ করে চলছে।

আল্লাহ্ তাআলা মানব প্রকৃতিতে অনুসন্ধান ও গবেষণার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। তাই এই মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণার ফলে, মানুষের নিকট আল্লাহ্ তাআলা নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই জগত সমুহের মধ্যে রয়েছে মহাশূণ্য, যেখানে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে, এ গুলোর মাঝে ভূ-জগতও রয়েছে, ভূ-গর্ভে বিভিন্ন ধরনের ধনভান্ডার রয়েছে, ভূগর্ভের বাহ্যিক আকৃতিই সব কিছু নয় বরং পৃথক একটি জগত রয়েছে সেখানে, বিজ্ঞানীরা যার উপর গবেষণা করে প্রকৃতির বিস্ময়কর বৈচিত্র সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করছেন। এরপর রয়েছে উদ্ভিদ জগত, যেখানে রয়েছে

গুল্ম-লতা, গাছ-গাছালি, ফুল-ফলাদির এক ভিন্ন জগত। এর প্রকারভেদ এত বেশী যে, গণনা করে শেষ করা যায় না। প্রতিটির মাঝে আবার ঐশী কুদরতের এক নবরূপ চোখে পড়ে। অসংখ্য গুল্মলতা, গাছ-গাছড়া রয়েছে যা খাদ্য ছাড়াও নানা রোগ-ব্যাধির ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গবেষণার পর এর কতক সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়েছে কিন্তু হয়তো অনেকগুলো এমনও আছে, যেগুলো সম্পর্কে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গের একটা আলাদা জগত রয়েছে। মোটকথা, এই মহাবিশ্বে আল্লাহ্ তাআলার অগণিত সৃষ্টি রয়েছে। প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে, সকলেই তা পূর্ণ করছে এবং আল্লাহ্ তাআলা প্রয়োজন মোতাবেক সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য উপকরণও সৃষ্টি করেছেন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'সুতরাং ঐশী প্রতিপালন বিধান সার্বজনীন কল্যাণধারা হিসেবে পরিচিত কেননা তা সকল আত্মা, দেহ, জীবজগত ও উদ্ভিদজগত এবং জড় বস্তুর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।'** আল্লাহ্ তাআলার রবুবিয়্যত সমস্ত আত্মা, সকল বস্তু, সমস্ত জীব-জন্তু, সব ধরনের গাছ-পালা, তরু-লতা এবং জড়বস্তুর উপরও কার্যকরী রয়েছে যাকে বলে সামগ্রিক কল্যাণ, অর্থাৎ এমন কল্যাণধারা যা আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুর জন্য সার্বজনীন করে দিয়েছেন। **'কেননা প্রত্যেক অস্তিত্বশীল তা থেকে কল্যাণ লাভ করে এবং এর মাধ্যমেই প্রত্যেকটি জিনিস অস্তিত্ব লাভ করে।'** অর্থাৎ পৃথিবীতে যত জিনিস রয়েছে, তা তাঁর মাধ্যমেই কল্যাণ লাভ করছে এবং সব জিনিসের অস্তিত্ব সেখান থেকেই উৎসারিত হচ্ছে, তাঁর কল্যাণেই সবকিছু অস্তিত্ব পেয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, **'অবশ্য ঐশী প্রতিপালন যদিও প্রতিটি অস্তিত্বের অস্তিত্বদাতা এবং প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর প্রতিপালক, কিন্তু অনুগ্রহ ও অনুকম্পা লাভের দৃষ্টিকোন থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় মানুষ; কেননা মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সমস্ত সৃষ্টি হতে উপকৃত হয়ে থাকে। এ জন্য মানুষকে স্মরণ করানো হয়েছে যে, তোমাদের খোদা রাব্বুল আ'লামীন। যাতে মানুষ আশায় বুক বাঁধতে পারে এবং এই বিশ্বাস পোষণ করে যে আমাদের উপকারের জন্য আল্লাহ্ তাআলার শক্তি অতি ব্যাপক, তিনি উপায়-উপকরণের বিভিন্ন ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারেন।'**

অতএব আল্লাহ্ তাআলা-ই বিশ্ব প্রতিপালক। আমরা জানি বা না জানি এই পৃথিবীতে যত জিনিস রয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটি আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক সৃষ্ট। মানুষের উপর এই রাব্বুল আ'লামীনের অনুগ্রহ হলো, তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন সব কিছুই সৃষ্টির সেরা জীব তথা মানুষের জন্য কল্যাণকর বানিয়েছেন যেন সে উপকৃত হতে পারে।

গবেষণার মাধ্যমে খোদার বিভিন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সুবাদে এতে মানুষের উপকারিতার বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে সামনে আসছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট এই সমস্ত জিনিসের উল্লেখ করে বলেন, এ জিনিস গুলো দেখে মানুষের এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত যে, যে খোদা মানুষের প্রতি এতটা স্নেহ প্রদর্শনকরত মানুষের জন্য অগণিত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাদের কল্যাণার্থে এসবকে আবার মানুষের অধীনস্থ করেছেন সেই খোদা নিজ বান্দার কল্যাণের জন্য ভবিষ্যতেও অনুরূপ বস্তু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন, অথবা যে সৃষ্ট বস্তুনিচয় রয়েছে, সে সবের অজানা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারেন। সুতরাং মানুষের উপর যেখানে এই রাব্বুল আ'লামীনের এত করুণা, তখন তাঁর প্রতি মানুষের কতটা কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদানে কতটা মনোযোগী হওয়া উচিত এবং সম্পূর্ণরূপে নিজেকে শির্কমুক্ত করে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভে কতটা সচেষ্ট হওয়া উচিত!

কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য অসংখ্য উপকরণ সৃষ্টি করেছি। এই জিনিস গুলো ভোগ করতে গিয়ে সর্বদা স্মরণ রেখো যে, এগুলোর আদি ও একমাত্র স্রষ্টা আমিই। শুধু স্রষ্টা-ই নন বরং পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং এর নিয়ন্ত্রণও আল্লাহ্ তাআলার হাতে। যেখানে এই সব কিছুই সেই সর্বোচ্চ সত্তার হাতে, যিনি রাব্বুল আ'লামীন, যিনি রহমান, যিনি তাঁর রহমানিয়াতের মাধ্যমে মানুষকে কল্যাণমন্ডিত করেন আবার রহীমিয়তের অধীনে এ সৃষ্টি হতে তারা আরো বেশি লাভবান হয় যারা পরিশ্রম করে। এমন খোদাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন খোদার প্রতি দৃষ্টি দেয়া চরম নির্বুদ্ধিতা। সুতরাং

এমন খোদাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য, যিনি রব্ব (প্রভু), রহমান, রহীম এবং অন্যান্য অগণিত গুণাবলীর অধিকারী।

কুরআন করীমের এক স্থানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

(সূরা আল্ বাকারা:১৬৫)

অর্থ: 'নিশ্চয় আকাশ সমুহ ও পৃথিবীর সৃজন, দিন ও রাতের আবর্তনের মাঝে, মানুষের উপকারে আসে এমন পণ্যসামগ্রী নিয়ে সমুদ্রে চলাচলকারী নৌযানের মাঝে, সেই বারিধারা যা আল্লাহ্ তাআলা আকাশ হতে বর্ষণ করেন, এরপর এর মাধ্যমে জমিনকে মৃত্যুর পর পুনরায় সঞ্জীবিত করেন, এতে সব ধরনের বিচরণশীল জীব-জন্তুর বিস্তার ঘটান, একইভাবে বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনের মাঝে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত মেঘমালার মাঝেও বুদ্ধিমান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।'

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের উপর কৃত নিজ কতক অনুগ্রহের উল্লেখ করে বলছেন, তোমাদের যদি বুদ্ধি থাকে তবে কখনো এদিক-সেদিক হাবুডুবু খাবে না। বরং আল্লাহ্ তাআলার প্রতিটি সৃষ্টি, যা হতে তোমরা লাভবান হচ্ছো, তা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সামনে বিনত রাখার কারণ হওয়া উচিত।

শুরুতে আমি যে আয়াত পড়েছি তার পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলছেন:

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ

(সূরা আল্ বাকারা:১৬৪)

অর্থ: 'বস্তুত: তোমাদের মা'বুদ নিজ সত্তায় এক-ই মা'বুদ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি অসীম দাতা, পরম দয়াময়।' তিনি অযাচিত দয়ার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর নিয়ামত দান করেন এবং মানুষ যখন কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে সেসব নিয়ামত ভোগ করে, তখন এমন মানুষ উত্তরোত্তর আল্লাহ্ তাআলার অধিক নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হতে থাকে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রহমানিয়াতের কতক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

পূর্বোক্ত যে আয়াত আমি পাঠ করেছি তাতে তিনি বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আমার নিয়ামতসমুহের মধ্য থেকে একটি। আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও পৃথিবী নিরর্থক সৃষ্টি করেননি, বরং আমাদের পৃথিবী এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি, এ দুয়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে যে সব গ্যাস ও বায়ুমন্ডল রয়েছে, এসব কিছু মানুষের উপকারার্থে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে আমি বলেছিলাম, পৃথিবীতেই অসংখ্য জগত রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের মাখলুক (সৃষ্টি) রয়েছে অর্থাৎ, এ সমস্ত জিনিসের নিজস্ব একটা জগত রয়েছে, এসব জিনিস মানুষের উপকারের জন্য। এরপর দিন ও রাতের আবর্তন, চব্বিশ ঘন্টার দিনরাত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, যা মানব জীবনের একঘেয়েমি দূর করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্রাম ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আবশ্যক। এরপর রয়েছে সমুদ্র, এর একটা উপকারিতা হলো, এতে নৌযান চলাচল, যা যাত্রী ও মালামাল এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবহন করে। আল্লাহ্ তাআলার এই নিয়ামতকে আজও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অধিকাংশ বাণিজ্যিক পণ্য এসব জলযান ও জাহাজের মাধ্যমেই এক স্থান হতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর এই সমুদ্র সমুহের আরেকটি উপকারিতা হলো আল্লাহ্ তাআলা এর পানিকে মেঘ রূপে প্রবাহিত করে মানুষের জীবনোপকরণ সৃষ্টি করেন। মানবজাতি এবং প্রাণীকূলের খাদ্যের বিষয়টিও এই পানির উপর নির্ভরশীল। যদি এ পানি না থাকে তবে চাষাবাদের কোন প্রশ্নই উঠে না। বৃষ্টি একটু কমে গেলে হাহাকার দেখা দেয় আর যদি দীর্ঘকাল বৃষ্টি বন্ধ থাকে তবে তো দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি দেখা দেয়।

আল্লাহ্ তাআলা পানির গুরুত্বের এই চিত্রটি সূরা আল্ মুলকে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

অর্থ: 'তুমি বলে দাও, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ যদি তোমাদের পানি ভূ-গর্ভে হারিয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তাআলা

ব্যতীত আর কে আছে, যে তোমাদের জন্য প্রবাহমান পানির ব্যবস্থা করবে?' সুতরাং পৃথিবীর পানি ততক্ষণ জীবনের বিধান করতে সক্ষম যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলার পানি আকাশ হতে বর্ষিত হয়।

এরপর মানব জীবন, বৃক্ষ ও উদ্ভিদের উপরও বাতাসের প্রভাব পড়ে। এটি জানা কথা বা আমাদের কৃষকরা জানেন, অনুন্নত বিশ্ব যেমন পাকিস্তান, ভারত ও অন্যান্য দেশের কৃষকরাও জানে যে বায়ু প্রবাহ ফসলের জন্য উপকারী হয়ে থাকে। অমুক দিক থেকে যদি বায়ু প্রবাহিত হয় অমুক ফসলের জন্য ভাল হবে, ঠান্ডা বাতাস যা এক সময় এক ফসলের জন্য উপকারী হয় অন্য সময় সেই একই বাতাস ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, খোদা তা'লা যা কিছু বানিয়েছেন, এ সব কিছু ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া কোন বিষয় নয়, বরং আমার অস্তিত্বের প্রমাণ। এ জন্য বিশ্ব জগত, আকাশ ও পৃথিবীর গঠন, দিন-রাতের আবর্তন এবং মৌসুমের পরিবর্তনের প্রতি গভীর ভাবে মনোনিবেশ করলে, আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের উপর মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপিত হয় আর হওয়া উচিতও। আল্লাহ্ তাআলা এ সবকিছু সৃষ্টি করে ঘোষণা করেছেন যে, এ জিনিস গুলো শুধু সৃষ্টি-ই করিনি, বরং এ গুলোর তত্ত্বাবধায়কও। যেখানে রহমানিয়াতের জ্যোতির্বিকাশে সাধারণভাবে আমি আমার সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর উপকার করি, সেখানে রহিমিয়াতের অধীনে অসাধারণ নিদর্শনও দেখিয়ে থাকি। মক্কায় একবার লাগাতার সাত বছর দুর্ভিক্ষ বিরাজ করে, এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, মানুষ হাড়, চামড়া পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়। সেই অবস্থায় মক্কার নেতারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে যখন, সাহায্য ও দোয়ার আবেদন করল, ঐশী গুণাবলীর সবচেয়ে বড় মূর্ত বিকাশ (সা.) দোয়া করলেন, এরপরই হিজাযের খরাকবলিত অবস্থার অবসান ঘটলো এবং তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা হল। একবার বৃষ্টির জন্য মদীনাবাসীর আবেদনের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) দোয়া করলেন, ফলে হঠাৎ আকাশে মেঘ জমে এবং বৃষ্টি আরম্ভ হয় আর বর্ষণ অব্যাহত থাকে। অবস্থা এমন রূপ নিল যে, এক সপ্তাহ পর সাহাবাগণ তাঁর (সা.) সমীপে এসে বৃষ্টি বন্ধ হবার জন্য দোয়া চাইলেন, তিনি (সা.) আবার দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের চতুর্পার্শ্বে বৃষ্টি দাও, কিন্তু আমাদের এলাকায় নয়, কেননা বৃষ্টিতে ঘর বাড়ি ধ্বসে পড়ছে। যে স্থানে বৃষ্টি উপকারী হতে পারে সেখানে বর্ষণ কর। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা তাৎক্ষণিক ভাবে সেই দোয়া কবুল করলেন। মহানবী (সা.)-এর উম্মতে আল্লাহ্ তাআলা সদা এমন কল্যাণকর ব্যক্তির ধারা অব্যাহত রেখেছেন যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা নিজ খোদা হওয়ার স্বাক্ষর রেখে মানুষের জন্য কল্যাণের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান যুগেও আমরা দেখছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন এমন অনেক ঘটনায় পরিপূর্ণ, যেখানে তাঁর দোয়ার ফলে মানুষের উপকার হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি আমার সৃষ্ট বস্তুনিচয় তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি তা দেখে তোমাদের ঈমানের উন্নতি হওয়া উচিত। এরপর আল্লাহ্ তাআলা এই বাহ্যিক, পার্থিব ও জাগতিক দৃষ্টান্তকে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার সাথে তুলনা করেছেন, বরং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা আরো ব্যাপকতর। কেননা এ পৃথিবীর স্বার্থ ও কল্যাণ এখানেই থেকে যাবে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ পারলৌকিক জীবনে কাজে লাগবে।

কাজেই একজন মু'মিন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকে শুধু এই পার্থিব জগতের কল্যাণের কারণ মনে করেনা, বরং সেগুলোর উপর গভীর ভাবে মনোনিবেশ করায় আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদের ওপর বিশ্বাস এবং আখিরাতের উপর ঈমান দৃঢ়তর হতে থাকে। মানব জীবন এবং এর প্রয়োজনীয়তার উপর যেভাবে দিন ও রাতের বাহ্যিক প্রভাব ও উপকারিতা রয়েছে, একই ভাবে আল্লাহ্ তাআলা দিন ও রাতের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আধ্যাত্মিক ভাবেও আমি অন্ধকারের পর আলোর বিধান করে থাকি, যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূরীভুত হয় এবং ফিরিশ্তা, নবী ও প্রত্যাদিষ্টগণের মাধ্যমে এই অন্ধকার দূরীকরণের জন্য উপকরণ সরবরাহ করে থাকি। আল্লাহ্ তাআলা কোন যুগেই এই নূর ও জ্যোতি প্রকাশের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন নি, বরং সকল যুগেই তিনি নূর ও জ্যোতি প্রেরণ করেছেন। বর্তমান যুগেও তিনি নিজ অঙ্গীকার মোতাবেক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। যিনি আমাদের নবরূপে ইসলামের আলো দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে পার্থিব জগতে মানুষের মঙ্গলের জন্য নৌযানের মাধ্যমে নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন, ঠিক একইভাবে আধ্যত্মিক জগতেও তিনি তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে প্রেরণ করে থাকেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক নৌকা তৈরী করেন, যা বিপদাপদ ও সমস্যার সমুদ্রে তাঁর মনোনীত বান্দার মান্যকারীদেরকে গন্তব্যে পৌছে দেয়। সেই গন্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি এবং ইহ জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ।

আমরা দেখেছি, বান্দার উপর আল্লাহ্ তাআলার এই অনুগ্রহ কখনো এবং কোন যুগেই বন্ধ হয়নি। পূর্বেই আমি বলেছি, আল্লাহ্ তাআলা যখনই,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

(সূরা আর্ রূম:৪২)

এর পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন, এই পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও ফ্যাসাদ দেখেন এবং যখন এটি সীমাতিক্রম করার উপক্রম হয়, তখনই তাঁর বান্দা, মানুষ এবং তাঁর সৃষ্টিকে এ অবস্থা হতে রক্ষা করার জন্য তিনি স্বীয় মনোনীত বান্দাকে প্রেরণ করেন। যিনি একটি নৌকা তৈরী করেন, যা এই ঝড়-তুফান হতে তাঁর মান্যকারীদেরকে নিরাপদে উদ্ধার করে। বর্তমান যুগে এই নৌকা হলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বানানো নৌকা। এই নৌকায় তারাই আরোহী বলে বিবেচিত হবেন যারা এর প্রতি করণীয় কাজটি করবে, বা দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে।

এই দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে হবে তা স্পষ্ট করার মানসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) **কিশতিয়ে নূহ্** নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর যুগে প্লেগ যখন মহামারিরূপে দেখা দিয়েছিল তা হতে বাঁচার আধ্যাত্মিক আরোগ্যের কথা তিনি এতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) এই পুস্তকে লিখেছেন, **‘যদি এই প্রশ্ন উঠে যে, সেই শিক্ষা কি, যার পরিপূর্ণ অনুসরণ প্লেগের আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারে? এর উত্তরে নিম্নে আমি সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি লাইন লিপিবদ্ধ করছি।’** এরপর তিনি (আ.) সেই পুস্তকে ‘তালীম’ বা শিক্ষা শিরোনামে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। যাতে তিনি (আ.) আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, **‘কেবল মৌখিক বয়’আতের কোন মূল্য নাই, যে পর্যন্ত না মানব সর্বান্তঃকরণে তন্নিহিত শিক্ষাকে পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করে।’ (কিশতিয়ে নূহ্-রূহানী খাযায়েন-১৯তম খন্ড, পৃ:১০)** অর্থাৎ, পুরো দৃঢ়চিত্ততা ও আন্তরিক সংকল্প নিয়ে এর উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এরপর বলেন, **‘বাহ্যিক বয়’আত করে তোমাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে, এটি কখনও মনে স্থান দিও না। বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই, আল্লাহ তা’লা তোমাদের হৃদয় দেখেন আর তদনুসারে তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।’ (কিশতিয়ে নূহ্-রূহানী খাযায়েন-১৯তম খন্ড, পৃ:১৮)** এরপর তিনি (আ.) বলেন, **‘তোমরাই আল্লাহ্ তাআলার শেষ ধর্মমন্ডলী, কাজেই পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যা হতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।’**

যাহোক, সারকথা হিসেবে আমি কয়েকটি কথা তুলে ধরলাম, তিনি (আ.) এই পুস্তকে সেই মাপকাঠি তুলে ধরেছেন, যা অর্জন করে বা অর্জনের চেষ্টা করে একজন মানুষ, একজন মু’মিন, একজন আহমদী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে নৌকা বানিয়েছেন, তাতে উঠে নিজেকে সুরক্ষিত করতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এই শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গড়ার সুযোগ দিন। যাতে আমরা আল্লাহ্ তাআলা প্রেরিত যুগ ইমামের কথা এবং শিক্ষা হতে বেশি বেশি কল্যাণ লাভ করতে পারি।

আজও পৃথিবী বিপদাপদ ও বালা-মুসিবতে জর্জরিত। নিত্য নতুন রোগ-ব্যাধি দেখা দিচ্ছে। সম্প্রতি এক ধরনের ফ্লু-র (সর্দি) প্রাদুর্ভাব হয়েছে, যাকে Swine Flue বলা হয়। সুতরাং পৃথিবীতে বিস্তৃত এসব বিপদাপদ ও মুসিবত, আমাদেরকে চিন্তার আহ্বান জানাচ্ছে, চিন্তা করতে বাধ্য করছে; যেন আমরা নিজ নিজ অবস্থানকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোন থেকে দেখে আল্লাহ্ তাআলা , তাঁর রসূল (সা.) এবং তাঁর প্রেরিত যুগ ইমামের আদেশ সমূহ ও শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। যদি আমরা নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করি, তাহলে সেই আধ্যাত্মিক পানি হতেও আমরা কল্যাণ লাভ করবো, যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

(সূরা আল্ বাকারা:১৬৫)

অর্থাৎ **‘যদ্বারা পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর আমরা সঞ্জীবিত করেছি।’** যেভাবে বস্তুজগতে ভূমিতে বৃষ্টির পর তরুলতা গজায়, একইভাবে আধ্যাত্মিক বৃষ্টির ফলে একটি নব জীবন লাভ হয় যা আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় নবী এবং প্রত্যাদিষ্টদের মাধ্যমে নাযিল করেন, কিন্তু এ পানি দ্বারা কেবল তারাই কল্যাণমন্ডিত হয়ে থাকে যাদের ভেতর উর্বর ভূমির ন্যায় তা থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা নিহিত থাকে। আল্লাহ্ তাআলা তো আধ্যাত্মিক সতেজতা ও সার্বজনীন কল্যাণের বিধান মোতাবেক পানি বর্ষণ করেছেন। কিন্তু ঐ পানি শোষণ করে এর দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য হৃদয়ের উর্বরতার প্রয়োজন।

মহানবী (সা.) হাদীসে এর একটি দৃষ্টান্ত

উপস্থাপন করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, **'পৃথিবীতে তিন প্রকার মানুষ দেখা যায়। কতক এমন যারা ভাল ভুমির মত নরম এবং নিজের ভেতর পানি ধারণ করার বৈশিষ্ট্য রাখে। আর এমন ভুমি যা নিজে পানি শোষণ করে অথবা এদ্বারা উপকৃত হয়, আর এর ফলে ভাল ফসলও উৎপন্ন হয়। তারপর শোষণ করা সেই পানি ব্যবহৃত হয় ভাল ফসলাদি উৎপাদনের জন্য। এমন ভুমিতে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তা শোষণের ফলে এতে তরুলতা গজায় আর ফসলও ভাল হয় এবং তা অন্যকে খোরাক যুগিয়ে তাদের উপকার সাধন করে।'**

তিনি (সা.) বলেন, **'দ্বিতীয় ধরনের জমি শক্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে, পানি শোষণ করতে পারে না ঠিকই কিন্তু পানি ধরে রাখে, যেমন পুকুর ইত্যাদি। এই পানি দ্বারা ঐ ভূমি সরাসরি উপকৃত হয় না। এতে কোন কিছু উৎপাদিত হয় না। কিন্তু যে পানি সেখানে জমা হয় তা জীবজন্তু ও মানুষ পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করে এবং পান করা ব্যতীত চাষাবাদের কাজেও সেই পানি ব্যবহৃত হয়।'**

আবার তিনি (সা.) বলেন, **'তৃতীয় ধরনের ভূমি হচ্ছে সেই ভূমি যা কঠিন পাথুরে ও মসৃণ, বা এমন ঢালু জমি যার পানি গড়িয়ে অন্যত্র চলে যায় এবং এতে কোন গর্ত থাকেনা। এ জাতীয় ভূমি নিজের ভেতর পানি শোষণও করে না এবং এতে পানি আটকিয়েও থাকে না। অতএব এ জাতীয় ভূমি, পানি দ্বারা নিজেও লাভবান হয়না আর নিজের বুকে ধারণ করে অন্যেরও কল্যাণ সাধন করতে পারে না।'**

মহানবী (সা.) বলেন, প্রথম প্রকারের ভূমি যা পানি শোষণ করে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে অন্যের উপকার করে, তা সেই জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায়, যে কেবল নিজেই ধর্ম শিখে না বা জ্ঞান অর্জন করে না বরং অন্যেরও এই অর্জিত জ্ঞান দ্বারা উপকার ও কল্যাণ সাধন করে। আর তিনি (সা.) বলেন, তৃতীয় প্রকারের মানুষ সেই পাথুরে ভূমির ন্যায় যার উপর পানি দাঁড়ায়ও না এবং পানি শোষিতও হয় না। আধ্যাত্মিক বৃষ্টি তারও কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে না এবং অন্যরাও এদ্বারা কোনভাবে উপকৃত হয় না। আর দ্বিতীয় প্রকারের ভূমির উদাহরণ তিনি (সা.) বর্ণনা করেননি। কিন্তু ইতিপূর্বে দেয়া পানির দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট যে, এর অর্থ তাই যা তিনি পূর্বে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ এমন পুকুর যা থেকে ভূমি নিজে লাভবান হয় না বটে কিন্তু অপরের উপকার সাধন করে। এমন মানুষ যিনি ধর্ম ও জ্ঞান অর্জন করেন, কিন্তু নিজে এর উপর আমল করেন না। তথাপি তিনি যে ধর্ম ও জ্ঞান আহরণ করেছেন তা অপরকে শিখান এবং এ শিখানোর কারণে কতক সৎ প্রকৃতির লোক সে মোতাবেক আমল করতে শুরু করেন। অতএব আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁর প্রত্যাদিষ্ট প্রেরণ করেন তখন তাদের আধ্যাত্মিক পানি দ্বারা এ তিন প্রকার মানুষ সামনে আসে। সুতরাং একজন সত্যিকার মু'মিনকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হবার চেষ্টা করা উচিত। নিজেও যেন লাভবান হয় এবং অপরের উপকার সাধনের প্রতিও যেন মনোনিবেশ করে। নিজ বংশ ও নিজ পরিবেশে এমন শস্য রোপন করা উচিত যা মানবতার হিতসাধনকারী হবে। তাহলেই *'আন্ নাফে'* খোদার কৃপা হতে সত্যিকার অর্থে আমরা লাভবান হবো। কল্যাণ অর্জনকারী হবো। পুনরায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

অর্থাৎ এবং সব ধরনের বিচরণকারী প্রাণীর বিস্তার ঘটিয়েছি, এটি তোমাদের জন্য কল্যাণের কারণ। এসব প্রাণীর বিস্তার ঘটানোও আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা নাহ্‌ল'এ বলেছেন

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

(সূরা আন্ নাহ্‌ল:৬-৭)

অর্থ: **'আর চতুস্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। যাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তাপের উপকরণ এবং নানাবিধ উপকার নিহিত আছে এবং ওদের মধ্য হতে কতককে তোমরা ভক্ষণ করে থাক। এবং ওদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সৌন্দর্য, যখন তোমরা তাদিগকে চারণভূমি হতে গোধূলী লগ্নে (গৃহে) নিয়ে আস এবং যখন তোমরা ওদেরকে প্রভাতে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখনও।'**

মানুষ এসব জীবজন্তু দ্বারা উপকৃত হয়। এদের মাংস, পশম, চামড়া ব্যবহার করে বরং কখনও কখনও পশুদের হাঁড়ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার এটি সম্পদশালী হওয়ারও একটি মাধ্যম বটে। পশু পালন করা হয়, মানুষ এর ব্যবসা করে।

সুরা বাকারা'র যে আয়াতটি আমি সর্বপ্রথম পাঠ করেছি তাতে ***'দাব্বা'*** শব্দ রয়েছে আর এখানে ***'আন্'আম'*** শব্দ এসেছে। চতুষ্পদ জন্তুকে ***আন্'আম*** বলা হয়। কিন্তু পবিত্র কুরআনে ***'দাব্বা'*** শব্দ চতুষ্পদ জন্তু তথা সকল প্রকার প্রাণীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ***'দাব্বা'*** বলতে সকল প্রকার জীবজন্তু বুঝায়। একস্থানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ

(সূরা আন্ নাহ্ল:৬২)

অর্থাৎ **'যদি অপরাধের দায়ে মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে ধৃত করার রীতি আল্লাহ্ তাআলার হতো এবং ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ না দিতেন, তাহলে তিনি কোন প্রাণীকে ছাড়তেন না।'**

অতএব আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দিতে চান না, সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি প্রদান করা তাঁর রীতিও নয়; এজন্য তিনি তার কল্যাণার্থে সবধরনের জীবজন্তু পৃথিবীময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। যাদের মধ্যে ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ রয়েছে এবং বড় বড় জীবজন্তুও রয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা ভূমি বিরান হবার পর তাকে জীবিত করে তাতে বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু বিস্তারের উদাহরণ দিয়ে বলেন, পৃথিবীর সমগ্র প্রাণীকূলের পিছনে এসব জীবজন্তুরও অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি জীবন নি:শেষ করতে হয় তবে শুধু এখানকার যে প্রাণী রয়েছে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেই মানব জীবনের অবসান ঘটবে। অনুরূপভাবে বলেন, আধ্যাত্মিক জগতেও ***'দাব্বা'*** রয়েছে। আর তারা এমন মু'মিন যারা আধ্যাত্মিক পানি হতে লাভবান হয়ে তারপর পৃথিবীর সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে আল্লাহ্ তাআলার বাণী প্রচার করেন।

অতএব আল্লাহ্ তাআলার বাণী প্রচার করে এই পৃথিবীর জীবন ও সৌন্দর্যের ব্যবস্থা করা প্রত্যাদিষ্টদের জামা'তের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আবার বাতাস সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, বাতাসকে বিশ্বাসীদের সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতেও এমনি হয়ে থাকে। এ আধ্যাত্মিক বাতাস দ্বারা যেন পৃথিবী লাভবান হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় করুণার বাতাস আধ্যাত্মিক জগতে প্রবাহিত করে থাকেন এবং এর দ্বারা তাঁর প্রত্যাদিষ্টদের ও তাঁর জামাতের সাহায্য করে থাকেন। বিরোধিতার ঝড় যদি আসে তবে এর ক্ষয়ক্ষতি হতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের রক্ষা করেন। বিশ্বাসীদের সেবায় তা নিয়োজিত করেন। আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসই দেখুন না! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর যুগ হতে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা নিজেই স্বীয় করুণায় বিরোধী বাতাসের গতিপথ পরিবর্তন করে আসছেন। কেবল গতিপথই পরিবর্তন করছেন না বরং আমাদের অনুকূলে এমন বাতাস প্রবাহিত করছেন যা বিশুদ্ধ অন্তরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার দিকে আকৃষ্ট করে। আমি প্রায়ই উল্লেখ করে থাকি, আমার নিত্যদিনের ডাকে অনেক সময় এমন বিষয় সম্বলিত চিঠিপত্র থাকে যে, এদের কাছে আহমদীয়াতের বাণীর সুশীতল বায়ু স্বয়ং খোদা তাআলার নিকট হতে পৌছে; বিশেষ করে আরবদের মাঝে। আরবদের ভাষার গভীরতার কারণে, দ্বিতীয়তঃ আরব বৈশিষ্ট্যের কারণেও হতে পারে হয়তো, কিন্তু ভাষার গভীরতার কারণেই হবে; তাদের বিবরণ এমন হয়ে থাকে যে, যখন নিজেদের বয়'আতের কথা উল্লেখ করেন তথা কীভাবে আল্লাহ্ তাআলা তাদের পথ দেখিয়েছেন তা উল্লেখ করতে গিয়ে তারা সুশীতল বাতাসের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। এ হলো খোদা তাআলার কাজ; তিনি মু'মিনদের সমর্থনে বৃষ্টি ও বাতাস প্রবাহিত করেন। সুতরাং ইনি হলেন আমাদের ***'না'ফে'*** খোদা যিনি প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের উপকার করছেন। আর আজকে এই রাব্বুল আলামীন খোদা, যিনি বর্তমান যুগে স্বীয় আধ্যাত্মিক কল্যাণধারা প্রবহমান রাখার জন্য নিজ মা'মুর প্রেরণ করেছেন আর আমরা তাঁর জামা'তভুক্ত। আমাদের বিরোধীরা পূর্বে কঠোরতার সাথে আমাদের পথে বাঁধা সৃষ্টি এবং চরম শত্রুতা প্রকাশে কোন ত্রুটি করতোনা যার প্রত্যুত্তরে আমরা হিতসাধন করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে সেই আধ্যাত্মিক ফল ও ফসল সরবরাহের চেষ্টা করতাম যদ্দারা তারা লাভবান হতে পারে এবং আজও করছি। আর তাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর এই দোয়া আগেও করতাম আর এখনও করি, ***'আল্লাহুম্মাহদে কওমী ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামুন'*** আল্লাহ্ তাআলা তাদের হেদায়াতের উপকরণ সৃষ্টি করুন। কিন্তু এখন এরা একটি ভিন্ন রীতি অনুসরণ করছে যা পূর্বে কম ছিল এখন অনেক বেড়ে গেছে। এরা

বলে যে, হে কাদিয়ানীরা! মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে অস্বীকার করে আমাদের কাছে চলে আসো তাহলে আমরা তোমাদের বুকে টেনে নেব। অর্থাৎ *'না'ফে'* খোদার মা'মুরের জামা'ত ছেড়ে আমাদের সাথে যোগ দাও যেখানে ফিৎনা ফাসাদ ছাড়া আর কিছু নেই। এক দিকে মহানবীর উম্মত হবার দাবী অপর দিকে উম্মতের লোকদের শিরচ্ছেদ করা হচ্ছে। যাই হোক, খোদা তা'লা আমাদের শুধু হেদায়াতই দেননি বরং কুরআনে বলেছেন, এদের উত্তর দাও যে, প্রকৃত হেদায়াত আমাদের কাছে আছে তোমাদের কাছে নয়। তাই তোমরাও যদি বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য থেকে রেহাই পেতে চাও তবে সেই মাহদীকে গ্রহণ কর যাকে খোদা তাআলা প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা কুর'আনে বলেন,

قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا
وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي
اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ
يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ
هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

(সূরা আল্ আন্'আম: ৭২)

অর্থ: 'তুমি বল, আমরা কি আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকবো যা না আমাদের কোন উপকার করতে পারে এবং না আমাদের কোন অপকার করতে পারে; এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে হেদায়াত দেবার পরও কি আমরা সেই ব্যক্তির মত আমাদের গোড়ালির উপর প্রত্যাবর্তিত হবো, যাকে শয়তান প্রলুব্ধ করে ভূপৃষ্ঠে হতবুদ্ধি করেছে? তার কতক সঙ্গী আছে, যারা তাকে হেদায়াতের দিকে এই বলে ডাকে, আমাদের নিকট আসো। তুমি বল, নিশ্চয় আল্লাহ্র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত; এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন আমরা সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে আত্মসমর্পণ করি।'

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আয়াতাংশ

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, **'এদের বলো, তোমাদের মতামতের কোন গুরুত্ব নেই। প্রকৃত হেদায়াত তা যা খোদা সরাসরি স্বয়ং দিয়ে থাকেন। নতুবা মানুষ নিজ ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐশী কিতাবের অর্থ বিকৃত করে আর এক বিষয়কে ভিন্ন বিষয়ে রূপান্তরিত করে। তিনিই খোদা! যিনি ভ্রান্তি মুক্ত। তাই তার হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। মনগড়া অর্থ নির্ভর যোগ্য নয়।'**

[তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), সূরা আল্ আন্'আম:৭২, ২য়খন্ড, পৃ:৪৭৮]

এটিই প্রকৃত হেদায়াত ও ইসলামী শিক্ষা। এটি সে বিষয় যার প্রতি মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এখন এই হেদায়াতকে ছেড়ে আমরা তাদের অনুসরণ করব? যারা আজ পর্যন্ত কুরআনের আয়াত সম্পর্কে নাসেখ ও মনসুখের বিতর্কে লিপ্ত। প্রথমে চৌদ্দ শতাব্দীর অপেক্ষায় ছিল যে, মসীহ্ ও মাহদী আসবেন এখনতো শতাব্দীই দীর্ঘ হয়ে গেছে আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকারে বদ্ধপরিকর। যারা একই বই ও একই রসূলের মান্যকারী হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দিচ্ছে। অতএব আমরা সেই মসীহ্ ও মাহদীর কল্যাণে খোদার জ্ঞান লাভ করেছি যিনি (খোদা তা'লা) মহানবী (সা.)-কে শেষ শরিয়তধারী নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন যিনি তাঁর (সা.) উপর কুরআনের মত মহান গ্রন্থ নাযিল করেছেন যা সকল হেদায়াতের উৎসস্থল। আর খোদা সম্পর্কে এ উপলব্ধি ও জ্ঞান আমাদেরকে এই যুগের ইমাম মসীহ্ ও মাহদী দান করেছেন। সুতরাং এ যুগে যেখানে খোদা তা'লা আমাদের হেদায়াত, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমন ঘটিয়েছেন সেখানে আমাদের কি হয়েছে যে, সেই খোদাকে পরিত্যাগ করে আমরা অন্য কোন খোদাকে মানবো? আর আজ যদি আমরা মসীহ্ (আ.)-এর দাবী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি তাহলে সে সকল ভূমি ও আকাশ থেকে প্রকাশিত নিদর্শনকে কি বলবো যা খোদা তা'লা তিনি (আ.)-এর পক্ষে পূর্ণ করেছেন এবং আজ পর্যন্ত নিজ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পূর্ণ করছেন আর তিনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নিদর্শন প্রদর্শন করে চলেছেন। যদি এটি কোন বান্দার কাজ হতো তাহলে কীভাবে এমন হল যে, গত ১২০ বছর থেকে আহমদীয়াতের শত্রু আহমদীয়াতকে নির্মূল করার সকল সম্ভাব্য মানবীয় সকল ষড়যন্ত্র করেছে কিন্তু আমাদের খোদা আমাদেরকে আহমদীয়াতের উন্নতির নুতন মাইল ফলক অতিক্রমের তৌফিক দিয়ে যাচ্ছেন। আর আমাদের বিরোধীদের আমরা সদা কান্ডজ্ঞান হারানো পেয়েছি। তাদের অবস্থা দেখে খোদার প্রেরিত মা'মুর ও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের উপর আমাদের ঈমান আরও দৃঢ় হয়। সুতরাং তোমরা আর আমাদের কি আমন্ত্রণ জানাবে আমরা তোমাদেরকে আমন্ত্রণ

জানাচ্ছি যে, এসো এই মসীহ্ ও মাহদীর জামাতভুক্ত হও এতেই তোমাদের জীবনের নিশ্চয়তা এতেই সারা পৃথিবীর অস্তিত্বের নিশ্চয়তা। আল্লাহ্ তাআলা এদের তৌফীক দিন, আমীন।

প্রকৃত হেদায়াত তা যা খোদা সরাসরি স্বয়ং দিয়ে থাকেন। নতুবা মানুষ নিজ ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐশী কিতাবের অর্থ বিকৃত করে আর এক বিষয়কে ভিন্ন বিষয়ে রূপান্তরিত করে। তিনিই খোদা! যিনি ভ্রান্তি মুক্ত। তাই তার হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত।

পরিশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতে চাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে ভিঁ নিবাসী ফয়েজী'র কথা হচ্ছিল যিনি এজাযুল মসীহ্র উত্তর লিখতে চেয়েছিল কিন্তু সফল হয়নি বরং খোদা তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সেই সভায় বলেন,

'আমাদের সত্যায়ন ও সমর্থনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটি কত বড় নিদর্শন। কেননা পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

(সূরা আর্ রা'দ:১৮)

{যা মানুষের উপকারে আসে তা ভূ-পৃষ্ঠে স্থায়ী থাকে– তিনি বলেন,) **'এখন প্রশ্ন যা দাঁড়ায় তা হলো যদি আমাদের বিরোধীদের অপপ্রচার অনুসারে আমাদের এই জামাত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে না হতো তাহলে ফয়েজী মানবকল্যাণমূলক যে কাজ আরম্ভ করেছিল তাতে তার সমর্থন করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু এভাবে তার যৌবনে মারা যাওয়া সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে,** (যৌবনেই মারা যায়) **এই জামাতের বিরোধিতার লক্ষ্যে কলম হাতে নেয়া মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ ছিল না। নিদেনপক্ষে আমাদের বিরোধীদের এটা মানতে হবে যে, তার নিয়ত ভাল ছিল না নতুবা কারণ কি যে খোদা তাকে সাহায্য করেন নি আর তিনি কাজটি সম্পূর্ণ করার সময় পান নি।** (অর্থাৎ কাজ শেষ করার সুযোগ পায়নি)

(আ.) বলেন, **'আমার নিজের ইলহামেও এটিই রয়েছে,**

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

ত্রিশ বছর অধিককাল পূর্বে আমার ভয়াবহ জ্বর হয়। এমন প্রচন্ড জ্বর হয় যেন আমার বুকে অনেক জ্বলন্ত কয়লা রাখা হয়েছে সে সময়ে আমার উপর ইলহাম

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

এই যে আপত্তি করা হয় যে, ইসলামের কতক বিরোধীও দীর্ঘ জীবন লাভ করে এর কারণ কি?' তিনি (আ.) বলেন, **'আমার মতে এর কারণ হলো তাদের অস্তিত্বও কোন কোন দৃষ্টিকোন থেকে কল্যাণকর হয়ে থাকে। যেমন, আবু জাহল বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিল। আসল কথা হলো, যদি বিরোধীরা আপত্তি না করতো তাহলে কুরআন শরীফের ত্রিশ পারা কোথা থেকে আসতো?'** (আপত্তি উঠতে থাকে, অনেক সময় আল্লাহ্ তাআলা আপত্তির উত্তরে শিক্ষা নাযিল করেন।) তিনি (আ.) বলেন যে, **'যার অস্তিত্বকে আল্লাহ্ তাআলা উপকারী মনে করেন তাকে অবকাশ দেন। আমাদের যে সকল বিরোধী জীবিত এবং বিরোধিতা করে তাদের অস্তিত্বের উপকারিতা হলো এর পরিপ্রেক্ষিতে খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও নিগুঢ় রহস্য প্রকাশ করেন।'** (অর্থাৎ, যখনই বিরোধিতা বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফের নিগুঢ় তত্ত্ব ও রহস্য উম্মোচন করেন)। **'যেমন মেহের আলী শাহ্ যদি এত হৈ-চৈ না করতো তাহলে নুযূলল্ মসীহ্ কীভাবে লিখা যেতো?'** (হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রচিত নযুলুল মসীহ্ গ্রন্থ) এরপর (আ.) বলেন, **'একইভাবে অন্য যত ধর্ম রয়েছে সেগুলোর অস্তিত্ত্বেরও একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ যেন ইসলামী নীতির সৌন্দর্য ও গুণাবলী প্রকাশ পায়।' (মলফুযাত–দ্বিতীয় খন্ড–পৃ:২৩২-২৩৩)**

পৃথিবীতে অন্য যেসব ধর্ম আছে সেগুলো থাকলেই ধর্মের মাঝে প্রকৃত তুলনা হবে আর যদি মনোযোগ সহকারে দেখা ও যাচাই করা হয় তাহলে ইসলামের আসল সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হবে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাঁর 'আন্ না'ফে' বৈশিষ্ট্য থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দিন এবং 'না'ফে' হওয়ার সৌভাগ্য দিন আর হযরত মসীহ্ মওউদ এর হাতে যে বিপ্লব অবধারিত আমাদেরও তিনি যেন এতে অংশীদার করেন।

(কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক–লন্ডন থেকে প্রাপ্ত)

খিলাফতের ছায়াতলেই প্রকৃত শান্তি

মাওলানা জাফর আহমদ

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা ওয়াদা করেছেন–তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও পুণ্য কাজ করে তাদের সঙ্গে। নিশ্চয় তিনি দুনিয়াতে তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন। যেভাবে তিনি তাদের পূর্বর্তীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। আর তাদের ভীতির অবস্থার পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে আর আমার সাথে কোন শরীক করবে না। এবং যারা এরপরও অস্বীকার করবে তারাই হবে দৃষ্কৃতকারী। (সূরা নূর - ৫৬)

খিলাফতের অর্থ হচ্ছে নায়েব বা প্রতিনিধিত্বকারী। কুরআন করীমের মতে খলীফার এক অর্থ হচ্ছে নবী, যিনি সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। আর এর অর্থের দিক থেকে খিলাফত নবুওয়তের আলোর শিকল হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন–

প্রত্যেক নবীর পর অবশ্যই খিলাফতের ধারা আরম্ভ হয়।

সূরা নূরের ৫৬নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা পরিস্কার বলেছেন যে খলীফা খোদা তাআলা বানান। এখানে কয়েকটি তাকিদপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে হে মানব মন্ডলী খিলাফত মানব-সৃষ্ট কোন দুনিয়াবী প্রতিষ্ঠান নয় বরং তা হচ্ছে ঐশী ব্যবস্থাপনা। খলীফা হচ্ছেন ঐশী জামা'তের আত্মা বা রূহ। খলীফা ইলাহী জামা'তের প্রাণশক্তি। খলীফা প্রতিটি মু'মিনের পথ প্রদর্শক ও পরিচালক এবং তার প্রাণের প্রেরণা ও চোখের আলো। অতএব খিলাফত বা খলীফার আনুগত্য প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। খলীফা অর্থাৎ যুগ ইমামকে মান্য করার ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন,

যে ব্যক্তি যুগের ইমামকে না মেনে মারা যাবে সে জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার) মৃত্যু বরন করবে। *(মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)*

সহীহ মুসলিম শরীফে আঁ হযরত (সা.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি যুগের ইমামের হাতে বয়আত না করে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করেছে। ভেবে দেখুন, রসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর সময় সাহাবীরা (রা.) তাদের প্রিয় নবীর থেকে আলাদা হওয়া কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। মোট কথা তখন সমস্ত মুসলিম উম্মার ওপর একটি ভয় ও বিশৃংখলা অবস্থা বিরাজ করছিল। নেতৃত্বহীন হয়ে যে যার মতে যেদিকে ছুটছিল তারা সেদিন উপলব্ধি করেছিল যে এই শ্রেষ্ঠ উম্মত কখনো নেতৃত্ব বিহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের মাঝে কোন নেতা নির্বাচন করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর লাশ মোবারক দাফন করে নি। একদিকে ছিল সাহাবাদের চেষ্টা আর অন্য দিকে ছিল মহান আল্লাহ্ তাআলার ঐশী পরিকল্পনা। কারণ খোদা তাআলা কখনো এটাকে পছন্দ করেন নি যে তাঁর মননীত ধর্মের অনুসারীগণ নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় থাকবে। তাই তো তিনি তখনকার সময়ের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে ইসলামের প্রথম খলীফা মনোনীত করেন। এ কথা আমাদের সবার জানা, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) কোন প্রকার দলিল প্রমাণ ছাড়াই হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সত্য মেনে তাঁর হাতে বয়আত করেন। আর কুরবানীর দিক থেকেও তিনি ছিলেন সবার শীর্ষে। আনুগত্যের দিক থেকেও ছিলেন অতুলনীয়। এভাবে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর হযরত ওমর (রা.), এর পর হযরত আলী (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। এরপর লোকেরা খলীফা ও খিলাফতকে ঐশী বলে বিশ্বাস না করে লৌকিক মনে করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমীর মাবিয়া মনে করতেন আলীর চাইতে তিনিই যোগ্য, কারণ মাবিয়ার চিন্তাধারায় এটাই ক্রিয়াশীল ছিল যে খলীফা মানুষই নির্বাচিত করে এর পিছনে খোদার হাত নেই। যার ফলে আমরা কি দেখতে পাই, খিলাফত পরিবর্তন হয়ে ভিন্ন দিকে মোর নিয়ে চলে গেছে রাজতন্ত্রে আর অপরদিকে সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী আল্লাহ্ তাআলা খিলাফতের যে ঐশী ধারা তা পরিবর্তন করে মোজাদ্দেদীয়াতের ধারা প্রবর্তন করেন।

যেভাবে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, "নিশ্চই আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহা পুরুষকে আবির্ভূত করবেন। যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন। *(আবুদাউদ-কিতাবুল মাহদী)*

এই হাদীস দ্বারা বিষয়টি পরিস্কার যে, এই উম্মত কোন অবস্থাতেই নেতা ছাড়া থাকতে পারে না।

উম্মতে মুসলেমা এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিল তাই তো তারা তুরস্কের সালতানাতকে তারা যদিও খিলাফত বলে মনে করত কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রভাব মুসলমানদের ওপর ছিল না। এভাবে ভারত উপমহাদেশেও খিলাফত

আন্দোলন মাথা চারা দিয়ে উঠে আর অবশেষে তুরস্কে যে নামে মাত্র খিলাফত ছিল তাও ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কামাল পাশা জাতীয় সংসদে খিলাফতের অবসান ঘোষণা করেন। আজও দেখা যায় খিলাফত আন্দোলন সংগঠন, তাহফুযে খতমে নবুওয়ত সংগঠন সহ অসংখ্য সংগঠন কিন্তু শত চেষ্টা করেও কি তারা পেরেছে খলীফা বানাতে? না, পারেনি আর সারা জীবন চেষ্টা করলেও পারবে না কেননা ভোট দিয়ে বা আন্দোলন করে যেমন কবি বা বিজ্ঞানী বানানো যায় না তেমনি খলীফা বানানো কোন সংগঠন বা রাষ্ট্রের বা কোন জাতির কাজ নয়। এটা তো আল্লাহ্ তাআলার কাজ আর তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করে জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত লোক বড়ই দুর্ভাগা যারা আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত প্রতিনিধিকে চিনতে পারে নি।

পৃথিবীতে এরূপ বিরল উদাহরণ দেখা যায় যে, মানুষ হাত, পা, চোখ না থাকা সত্ত্বেও বেঁচে আছে। কিন্তু মাথা ছাড়া যেমন কোন মানুষ বাঁচতে পারে না অনুরূপ ভাবে খলীফা ছাড়া উম্মতে মুহাম্মদীয়া চলতে পারে না। যে জাতির কোন নেতা নাই সেই জাতি মৃত।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, যদি তোমরা দেখ যে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বর্তমান তো তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও আর এই কারণে যদি তোমার দেহকে ছিন্ন ভিন্নও করে ফেলা হয় আর তোমার সম্পদ লুট করে নেয়। (মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)

আজ আমরা সমস্ত জগতকে বলছি, যদি পৃথিবীতে একক ও আন্তর্জাতিক কোন নেতা বা খোদার কোন প্রতিনিধি থাকে তাহলে তা শুধু জামা'তে আহমদীয়ার আছে অন্য কোন দল বা সংগঠন এই দাবী করতে পারবে না যে তাদের মাঝে সর্বজন স্বীকৃত কোন একক নেতৃত্ব রয়েছে।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, মুসলিম উম্মাহ ইহুদীদের মত হবে, ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে ১ টি ছাড়া বাদবাকী ৭২ ফিরকাই দোযখী হবে তখন সাহাবাগণ প্রশ্ন করেন হে আল্লাহ্র রসূল সেই একটি ফিরকা কোনটি হবে? সাহাবায়ে কেরামগণের প্রশ্নের উত্তরে আঁ হযরত (সা.) বলেন, যারা আমার ও আমার সাহাবাদের পথ অনুসরণ করবে তারাই। (তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান)

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, যদি তোমরা দেখ যে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বর্তমান তো তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও আর এই কারণে যদি তোমার দেহকে ছিন্ন ভিন্নও করে ফেলা হয় বা তোমার সম্পদ লুট করেও নেয়া হয়। (মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)

হযরত রসূল করীম (সা.) যে বিশেষ এক ফিরকার কথা বলেছেন, সেই ফিরকা কোনটি তা জগতের সামনে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে উপস্থাপন করেছেন পাকিস্তানের ভুট্টো সরকার ও নামসর্বস্ব আলেম সমাজ। ভুট্টো সরকার ও আলেমগণ লোকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে দেখ তোমরা যে ১ টি দলের অনুসন্ধান করছ সেই দলটি হচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত। যেই দলের জান্নাতী হওয়ার কথা স্বয়ং রসূল করীম (সা.) বলেছেন।

সূরা নূরের ৫৬নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের ভাগ্যের শেষ ফয়সালা করে দিয়েছেন আর তিনি তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে যদি তারা খিলাফতের যোগ্য থাকে আর এর জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তাহলে যেভাবে প্রথম যুগে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই ভাবে এই জাতির মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা আল্লাহ্ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। তাদের জন্য ধর্মের ভিতকে মজবুত করে দিবেন আর ভয়ের অবস্থাকে পরিবর্তন করে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। আর যার বদৌলতে তারা আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতকারী বান্দা হয়ে থাকবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (হাদীস নোমান বিন বশির বই-১৪ পৃ:)

খিলাফতের কথা বলার সাথে সাথেই আল্লাহ্ তাআলা পরের আয়াতে এই নসিহত করেন–যখন খিলাফতের নিযাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন তোমাদের জন্য আবশ্যক তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর আর যাকাত দাও আর এভাবে আল্লাহ্ তাআলার রসূলের আনুগত্য কর। কেননা খলীফার সাথে ধর্মের সম্মান করা তা রসূলের আনুগত্য করা বলে স্বীকৃত হবে। এই সেই সূক্ষ্মতা যা রসূল করীম (সা.) এই শব্দে বর্ণনা করেছেন, "অর্থাৎ যে আমার আমীরের আনুগত্য করেছে সে আমার আনুগত্য করেছে। আর যে আমার মনোনীত আমীরের অবাধ্যতা করেছে সে আমার অবাধ্যতা করেছে। রসূলের আনুগত্য ইসলামের প্রচার, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া ও খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই হবে। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে ইকামাতিস সালাত সঠিক অর্থে খিলাফত ছাড়া হতে পারে না আর যাকাতে আদায়ও সঠিকভাবে হতে পারে না। সুতরাং দেখ রসূল করীম (সা.) এর যুগে যাকাত আদায়ের জন্য ব্যবস্থাপনা ছিল। তারপর

তাঁর ইন্তেকালের পরে হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালীন সময়ে মক্কার বড় অংশ যাকাত দিতে অস্বীকার করল। তিনি (রা.) তাদের থেকে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে খলীফাগণের যুগেও তা প্রচলিত ছিল। কিন্তু যখন থেকে খিলাফত শেষ হল তখন মুসলমানদের মাঝে যাকাত আদায়েরও কোন ব্যবস্থা থাকল না। আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে এটাই বলেছেন যদি খিলাফত না থাকে তাহলে মুসলমানদের মাঝে যাকাত আদায়ের কোন ব্যবস্থা থাকবে না আর তারা আল্লাহ্র এই হুকুমের ওপর সঠিকভাবে আমলও করতে পারে না।

এভাবে খিলাফত ছাড়া নামাযও সঠিকভাবে আদায় হতে পারবে না।

নামাযের সর্বোত্তম অংশ হচ্ছে জুমআর নামায, যাতে খুতবা দেয়া হয় আর জাতির প্রয়োজনীয়তা লোকদের সামনে রাখা হয়। যদি খিলাফত না থাকে তাহলে জাতির প্রয়োজন কিভাবে বুঝা যাবে ? উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের জামা'ত কিভাবে জানবে যে চীন ও জাপান বা অন্যান্য দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য কি দরকার আর তিনি ইসলামের প্রসারের জন্য কি ধরনের কুরবানীর প্রয়োজন। যদি একটি কেন্দ্র হয়, একজন খলীফা হয় তাহলেই কেবল সমস্ত দুনিয়ার সংবাদ তার কাছে পৌঁছবে যে এখানে এটা হচ্ছে আর সেই দেশের সেই জাতির প্রয়োজন অনুসারে খুতবা প্রদান করবেন। কিন্তু যদি খিলাফত না থাকে তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে সে জাতির প্রয়োজনীয়তা কিভাবে জানবে আর সেই বিষয় কিভাবে সে নিজের খুতবায় বর্ণনা করবে। আসলে নেতার কাজ হয়ে থাকে জাতিকে পথ দেখানো আর পথ প্রদর্শন সেই ব্যক্তিই করতে পারে যার কাছে দুনিয়ার বেশির ভাগ অংশ থেকে সংবাদ আসে। সে বুঝতে পারে এখন জাতির কোন বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আর তাদের কি রকম দিক নির্দেশনা দিতে হবে। আরেকটা বিষয় খলীফা ছাড়া ইতায়াতে রসূলও হতে পারে না। কেননা এতায়াতে রসূলের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাইকে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা। সাধারণত সাহাবাগণও নামায পড়ত আর আজ কালকের মুসলমানরাও তো নামায পড়ে, সাহাবীরা হজ্জ করত, আজকালের মুসলমানরাও তো হজ্জ করে। তাহলে সাহাবা ও আজকালকের মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্য এটাই যে সাহাবাদের মাঝে একটি নেযাম থাকার কারণে এতায়াতের নমুনা চরমত্বে গিয়ে পৌঁছেছে। কেননা রসূল করীম (সা.) যখনই তাদের কোন আদেশ দিতেন তারা তখনই সেটার ওপরে আমল করার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। কিন্তু এই এতায়াতের নমুনা আজকালের মুসলমানদের মাঝে নেই। আজকালের মুসলমানরা নামাযও পড়তে পারবে রোযাও রাখতে পারবে, হজ্জও করতে পারবে কিন্তু তাদের মাঝে আনুগত্যের উপকরণ থাকতে পারে না। কারণ এতায়াতের মানসিকতা নেযাম ছাড়া, খিলাফত ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং যখন খিলাফত হবে তো এতায়াতে রসূলও হবে। কেননা এতায়াতে রসূল তো এটা নয় যে, নামায পড়, রোযা রাখ, আর হজ্জ কর এইসব তো আল্লাহ্ তাআলার হুকুমের আনুগত্য। এতায়াতে রসূল তো সেটা যখন তিনি বলবেন এখন নামাযের প্রতি জোর দাও, আবার যখন বলেন এখন যাকাত ও চাঁদার প্রতি মনোযোগ দাও তো তারা মনোযোগ দিতে আরম্ভ করে আর যখন তিনি বলেন এখন জীবন দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। সুতরাং এই তিনটি বিষয় এমন যা খিলাফতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি খিলাফত না থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা বলছেন তোমাদের নামায সঠিক হবে না, তোমাদের যাকাতও আদায় হবে না আর তোমাদের হৃদয় থেকে এতায়াতে রসূলও শেষ হয়ে যাবে। যেহেতু আমাদের একটি ব্যবস্থাপনার ভিতরে চলার অভ্যাস রয়েছে তাই আমরা নেতার আনুগত্য সর্ব অবস্থায় করে থাকি। যেভাবে হযরত মাওলানা হেকীম নূরদ্দিন (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আনুগত্য করেছেন, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি তাঁর প্রিয় নেতার কথার ওপর আমল করে দেখিয়েছেন। যার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করেছেন। হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দিন (রা.)-এর ইন্তেকালের পর মাত্র ২৫ বছর বয়সে হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) ২য় খলীফা হন। তাঁর খিলাফত কালীন সময়ের একটি ঘটনা আপনাদের সামনে রাখছি। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির সময় দুরদৃষ্টি সম্পন্ন খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) কাদিয়ানকে রক্ষার জন্য ৩১৩ জনকে রেখে যান। একদিকে লাহোরী অপরদিকে আহরারী আর অন্য দিকে দেশের সরকার তাদের প্রত্যেকের মিশন ছিল আহমদীয়াতকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেবে। বিশেষ করে তখনকার সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশ ছিল যে কাদিয়ানে যেন মুসলমান তথা আহমদীয়াতের চিহ্নও না থাকে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রিয় খলীফা সমস্ত বিশ্বের আহমদীদের কাছে এই তাহরীক করেন যারা নিশ্চিত নিজেদের মৃত্যু জেনে উৎসর্গ করতে চায় কেবল তারাই যেন এই তাহরীকে সাড়া দেয়। যাদের বিবি বাচ্চা আছে তারা যেন তাদের শ্বশুর বাড়ী বা নিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। খলীফার এই আহ্বানে শুধু ভারত পাকিস্তান থেকেই নয় বিশ্বের বিভিন্ন

দেশের মত আমাদের বাংলাদেশ থেকেও ৭ জন নওজোয়ান নিজেকে উৎসর্গ করেন। মোট উৎসর্গকারী ওই ৩১৩ জনকে দরবেশ নামে ডাকা হয়। একদিন কাদিয়ানে ১২/১৫ জনের একটি সৈন্যবাহিনীর দল আসে তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাড়ীর বাউন্ডারীতে ঢুকতে চায়। সেই ফটকে ১৫ জন দরবেশের ডিউটি ছিল সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার জোর করে ভিতরে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু দরবেশদের একজন সামনে এগিয়ে বলেন আমাদের অনুমতি দেয়নি তাই আমরা আপনাদের ভিতরে প্রবেশে করতে দিতে পারি না। তিনি পিস্তল বের করে ভয় দেখান আর শেষ পর্যন্ত তারা সেই দরবেশকে গুলি করে সেখানে শহীদ করেন। একজন দরবেশের শাহাদতের পরে দ্বিতীয় জন এগিয়ে আসেন। পুনরায় তিনি পিস্তল উচু করে ভয় দেখিয়ে বলেন দেখ তুমিও কি চাও অনুরূপ হোক, সেই দরবেশ জবাব দেন আমাদের লাশের ওপর দিয়ে যেতে হবে। সে গুলি করে দ্বিতীয় জনকেও শহীদ করেন। এরপর আরেকজন দরবেশ সামনে এগিয়ে আসেন আর তিনিও সাহসিকতার সাথে বলেন যতক্ষণ না আমাদের লাশ মাটিতে ফেলেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভিতরে যেতে পারবেন না। সেই ক্যাপ্টেন যখন তার পিস্তল উঠালেন আর সরে যেতে বলছিলেন তো তাঁর হাত কাঁপছিল আর চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। তিনি সেই মুহূর্তেই সেখান থেকে চলে যান আর অফিসে গিয়ে রেজিলেশন লেটার লিখে তৎক্ষণাত চাকুরী ছেড়ে দেন। আর এই সাক্ষী দেন যে, আমি পৃথিবীতে অনেক দল বা জাতি দেখেছি কিন্তু এরকম সাহসী আনুগত্যকারী আর জীবন উৎসর্গকারী দেখিনি। এটা সেই ঐশী জামা'তের সদস্যদের কুরবানী যা টাকা দিয়ে বা অন্য কোন লোভ দেখিয়ে রাজি করানো সম্ভব নয়। এমন আরো অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা কেবল খোদার প্রতি ভালবাসা বা ঐশী খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খিলাফতের সাথে সম্পর্ক রাখার তৌফিক দান করুন।

চিন্তা করে দেখুন, পৃথিবীর কোন দল বা সংগঠন যেখানে তাদের একজন নেতা বা প্রধান ছাড়া চলতে পারে না। তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও একজন নেতা জরুরী যিনি বিক্ষিপ্ত বিশৃংখলা সাধারণ মানুষকে সঠিক রাস্তা দেখাবেন আর প্রতিনিয়ত খোদার পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য তা বর্ণনা করবেন।

আমরা হযরত রসুল করীম (সা.) এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখি। আজ আহমদীয়া জামা'ত বিশ্বের ১৯০ টির বেশি দেশে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের পতাকা পত পত করে উড়ছে। প্রতিদিন পাঁচ বেলা আকাশে বাতাসে এক খোদার ঘোষণা করছে আযানের প্রতিধ্বনির মাধ্যমে। সেই সাথে তার প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রশংসা করছে। হে অন্ধরা! আজ যদি জগতে কোন ঐশী খিলাফত থাকে তা আহমদীয়া জামা'তেই বিদ্যমান। তোমরা কি তা লক্ষ করছ না? চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (রাহে.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন বিরুদ্ধবাদীরা আনন্দ করছিল আর এই ঘোষণা দিয়েছে যে এখন জামা'তে আহমদীয়া শেষ হয়ে যাবে, তাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। কিন্তু জগত এটার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তারা এমটিএ-এর মাধ্যমে সেই খিলাফতের নির্বাচনের অবস্থাকে দেখেছে। ২/৩ দিন পূর্ব থেকে জামা'তের সদস্য সদস্যা মসজিদে ফযল লন্ডনের চারদিকের রাস্তায় কিভাবে দিন রাত দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করে অতিবাহিত করেছে। পৃথিবী এর নীরব সাক্ষী, সেদিন যখন আমাদের বর্তমান ইমাম নির্বাচিত হয়ে বাহিরে আসেন তখন নিষ্ঠাবান আহমদীদের কান্নায় লন্ডনের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়। সেদিন কোন সদস্য একথা বলেনি যে আমি হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর হাতে বয়আত করবো না বা তাঁকে খলীফা হিসেবে মান্য করতে সম্মত নই। দেখুন, আহমদীদের আনুগত্যের মান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফা মনোনীত হওয়ার পর তিনি মাইক্রোফন হাতে নিয়ে প্রথম যে উপদেশ বলেন, তা হচ্ছে "বেয়ঠ জাঁয়ে" অর্থাৎ বসে পড়ুন, হুযূরের আহ্বান শুনে সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষ বিলম্ব না করে বসে পড়েন। শুধু সেখানে যারা ছিল তারাই নয় বরং যারা তখন এমটিএ দেখছিলেন সমস্ত বিশ্বের লোক প্রিয় নব নির্বাচিত খলীফার সেই আদেশকে নিজের জন্য অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেছেন এবং তা আমল করেছেন। তাই পথহারা জগতকে এটা বলতে চাই, দেখ পৃথিবীর কোথাও এই আনুগত্য পাবে না।

যে বিরুদ্ধবাদীরা আনন্দ করছিল আর জামা'তে আহমদীয়ার দুর্দিন দেখার অধির আগ্রহে ছিল তারা এটা বলতে বাধ্য হয়েছে যে তোমাদের এই জামা'ত কোন দুনিয়াবী সংগঠন নয়। এর পিছনে নিশ্চয় কোন ঐশী শক্তি রয়েছে যিনি এটাকে স্বহস্তে পরিচালনা করছেন। মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে খলীফার শত ভাগ নির্দেশ আমল করার তৌফিক দান করুন আর যারা এখনো এ ঐশী খিলাফতের আশ্রয়ে আসতে পারেনি তাদেরও আশ্রয় নেয়ার সুযোগ দান করুন, আমীন।

খিলাফত ঐশী নিয়ামত

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

আহমদীয়া খিলাফত ঐশী নেয়ামত
আল্লাহ্ তাআলার দেয়া প্রতিশ্রুতি
সূরা নূরের ৭ম রুকূতে
আয়াতে ইস্তেখেলাফ এর সাক্ষী।
খিলাফতের রজ্জু ধরেছি মোরা
যায় যাবে যাক্ প্রাণ
খিলাফতেরই প্রসার দেখে
পৃথিবী হল কম্পমান।
খিলাফতের রজ্জু নয়কো কোন
প্লাষ্টিক বা লাইলনের দঁড়ি
খিলাফত হল আল্লাহ্‌র দেয়া
ঐশী নেয়ামত বারী।
আহমদীয়া খিলাফত ঐশী নেয়ামত
আল্লাহ্ তাআলার দেয়া প্রতিশ্রুতি
খিলাফতের আনুগত্যে আজ মোরা
ইসলামী বিশ্ব গড়ি।
দিশে হারা আজ মুসলিম জাহান
ধরছে নানান পথ
আহমদীগণ তাই ডাকছে তাদের
ওহে ভাই খিলাফতের রজ্জু ধর।
খিলাফতে রাশেদার অবস্থান কাল
ছিল যে ত্রিশ বছর
আহমদীয়া জামা'তের খিলাফত
২৭ মে ২০০৮ পূর্ণ করল শত বছর
উদযাপিত হলো বিশ্বব্যাপী
দেখলো পৃথিবী ভর।
খিলাফত হতে আসিয়াছে ডাক
জাগরে মুসলিম জাগ
মুসলিম টিভি আহমদীয়া হতে
আসছে খলীফার ডাক।
আহমদীয়া খিলাফত ঐশী নিয়ামত
আল্লাহ্ তাআলার দেয়া প্রতিশ্রুতি
খিলাফতের ধারা রবে প্রবহমান
খিলাফতই আমাদের গতি
আহমদীয়া খিলাফতের খলীফা যিনি
মির্যা মাসরূর তাঁর নাম
বিশ্বব্যাপী ঘুরছেন তিনি
করছেন আহ্বান।
খিলাফত হলো ঐশী নেয়ামত
খিলাফতই পরিত্রাণ।

২৭ শে মে

আনোয়ারা বেগম

সাতাশে মে সাতাশে মে
তুমি কত ভাগ্যবান
শুরুতেই তোমারে জানাই সালাম।

বিশ্বের শত শত দেশ
করিছে তোমায় সম্মান
এ যে খোদার ঐশী পুরস্কার।

কত কোটি দিবস আসে
কত কোটি দিবস চলে যায়
২৭শে মে তুমি মহা মর্যাদাবান।

কত বর্ণের কত জাতির
কোটি বিনীত মানব প্রাণ
করিছে তোমারে যতনে স্মরণ।

হে মহান প্রভু!
তোমার পদতলে করি মিনতি
মোদের কর তুমি কল্যাণ দান।

নিয়ামতের এ ঐশী ঝরণায় করি অবগাহন
হয়ে যাই মু'মিন মুসলমান
এসো এসো এযে খোদার আহ্বান।

যুগ খলীফা যে এর বার্তাবাহক
মহান খোদার দান
এ যে, খোদার ঐশী আহ্বান।

হে জগতবাসী!
তোমরা কেন রয়েছ ঘুমিয়ে?
দেখোনা সারা জগতে
কোটি মানুষ জেগেছে দিয়েছে সাড়া
যুগ মাহদীর ঐশী আহ্বানে।

জগৎ জুড়ে আলো ছড়াতে রয়েছে এক তাহরীক
নাম তার এম. টি. এ
নিয়ে এসেছে শুভ বারতা
কি মধুর আধ্যাত্মিকতা!
নহর-ই-খিলাফতের প্রবহমান সে ধারা।
দেশ হতে মহাদেশে চলছে অবিরত
হে আগামী পৃথিবী
মুছে যাক তোমার সব অনৈতিকতা
ধন্য হোক আহমদীয়াতের পয়গামের
সু-মহান এ বারতা।

এ যে ২৭শে মের স্বার্থকতা।
স্বাগতম! স্বাগতম! হে মহান দিবস
নব শতাব্দীতে হোক তোমার সার্বিক কল্যাণ
হোক তোমার জয়গান।
তোমারে জানাই শত কোটি সালাম।

খিলাফত

মিলা পাটোয়ারী

আহমদীয়াতের এই পবিত্র খিলাফত
এ এক ঐশী নেয়ামত
দোয়া ও ইবাদতের মাধ্যমে
করতে হবে এর হেফাযত।

মাহদীর পবিত্র হাতে রেখে হাত
এসেছে যারা এ ঐশী জামা'তে
পেতে থাকবে কেয়ামতকাল পর্যন্ত
এর ফজিলত।

ভয় নেই তাদের চলার পথে
নেই বাধা বিপদ
তাদের সাথে আছে সদা
খোদার রহমত।

খিলাফতের মসনদে আছেন মোদের
প্রাণ প্রিয় খলীফা
সেই যুগ খলীফার সঠিক নির্দেশনায়
পথ চলছি মোরা।

এক খোদার সত্য মাহদী
সত্য মোদের খলীফা
তাইতো আজ বেড়েই চলেছে
আহমদীর সংখ্যা।
একশ বছর পূর্ণ হলো
বরকতের এই খিলাফত
সারা বিশ্বের আহমদীরা পালন করেছে
২৭শে মে মহান ঐ জুবিলী উৎসব।
খোদাই মোদের অভিভাবক
খোদাই মোদের সব
খোদার দয়ায় পেয়েছি মোরা
সুন্দর পবিত্র এই খিলাফত।

মহান খোদার দান এই মধুর খিলাফত
দোয়া ও ইবাদতে
করব মোরা এর হেফাযত ॥

আমি আহমদী

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

মুক্ত কণ্ঠে করছি ঘোষণা–
আমি আহমদী মুসলমান,
বিশ্ব মানব তরে কাঁদে মোর মন প্রাণ;
চেয়ে দেখ সমাজ সংসারে ধরেছে পচন
ধর্ম কর্ম নৈতিকতা যেন সেকেলে বচন!

ধর্ম জগতে নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার,
হিংসা হানাহানি আর অশান্তির হাহাকার,
খোদা প্রেম উঠে গেছে সপ্তম আসমানে
দুনিয়া লোভীরা করছে লড়াই সমানে সমানে।

কুরআন হাদীস, নীতি বাক্য মূল্যহীন আজ
ধ্বংসের প্রতিযোগিতায় সবাই ধরেছে বাজি!

বিজ্ঞানের যুগে সেজেছে অন্ধ মোল্লা পুরোহিত
কিসসা কাহিনীর মিথ্যা বয়ানে নেই কোন হিতাহিত,
খাচ্ছে লুটে এতিমের ধন বেহেস্তের লোভ দেখিয়ে
বিবি তালাকের ফতোয়া দিয়ে নিচ্ছে আখের গুছিয়ে।

জঙ্গী সেজে মারছে মানুষ জেহাদের নাম করে
ধর্মের মুখে দিচ্ছে চুনকালি কে ফেরাবে তারে?

ঈমান উঠে গেছে সুরাইয়া নক্ষত্রে চারিদিক অন্ধকার
দুনিয়া ব্যাপিয়া মুসলিম আজি সেজেছে ভয়ঙ্কর।

ধর্মের নামে চলছে আজি মিথ্যার জয় জয়কার–
আসবে ঈসা (আ.) আসমান হতে তরাতে মুসলমান?
ইমাম মাহদী (আ.)ও হবেন আশ্চর্য কিম্ভুত কিমাকার,
বধিবে শুকর, ভাঙ্গবে ক্রুশ হাতে নাঙ্গা তলোয়ার
যাদুর খেলা দেখাবেন তিনি আজগুবি কারবার!

এমনি যখন ঘোর অমানিশা ধর্মজগত জুড়ে
এসেছেন এক আলোর দিশারী, জগৎ চিনেনি তারে,
চলেছেন সত্য মাহদী (আ.) মুক্তির বাণী দিয়ে
বধিতে শুকর ভাঙ্গিতে ক্রুশ যুক্তির অস্ত্র দিয়ে।

আমি আহমদী খাটি মুসলমান মাহদীকে মান্য করে
কুরআনের আলো রসূলের (সা.) সুন্নত ছড়াচ্ছি জগত জুড়ে।

খিলাফতের বরকতময় রজ্জু ধরেছি শক্ত হাতে
বায়তুল মালের অমোঘ শক্তি রয়েছে আমার সাথে,
আমি আহমদী আমি ইসলামের খাঁটি সৈনিক
বিজয়ের পতাকা আমার হাতে তাই আমি নির্ভীক!

যুক্তরাজ্য আহমদীয়া এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর ওপর আলোচনা অনুষ্ঠান

উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীর একাংশ

মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবের ডান পাশে উপবিষ্ট অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব আব্দুল হাদী, সর্বডানে জনাব নাজিম খান ঘাউরি

পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ "বায়তুল ফুতুহ" তে গত রবিবার ৩১ মে ২০০৯ ইং তারিখে যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম এসোসিয়েশন বাংলা ডেস্ক, **ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী**র ওপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। মসজিদটি লন্ডন রোড, মরডেন, সারেতে অবস্থিত। অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হয়ে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া এসোসিয়েশন যুক্ত রাজ্যের বাংলা ডেস্ক এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী। আলোচনার শুরুতে ইংরেজি অর্থসহ পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করে শোনান জনাব মোহাম্মদ আতাই রাব্বি হাদী। ডাঃ হিল্লোল তেলওয়াতকৃত আয়াতসমূহ বাংলায় অনুবাদ করেন। জনাব সায়্যেদ এম জুবায়ের পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসাসূচক একটি বাংলা কবিতা পাঠ করে শোনান। অতঃপর জনাব মনসুর আহমদ আহমদীয়া মুসলিম এসোসিয়েশনের পরিচয় এবং এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেন।

জামাতের পরিচিতি শেষে বাংলা ডেস্ক এর ইনচার্জ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী " উৎকৃষ্ট আদর্শ-হযরত মুহাম্মদ (সা.)" এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। জনাব হাদী পবিত্র কুরআনের ৩৩ তম সূরার ২২তম আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ বলে অভিহিত করেছেন। এরপর বক্তব্য রাখেন জনাব নাজিম খান ঘাউরি। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে জর্জ বার্নার্ড শ সহ পৃথিবীর অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের কৃত প্রশংসাসূচক মন্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ লন্ডনের প্রথম মসজিদ ফযল মসজিদের ইমাম মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ প্রধান বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করেন এবং মহানবী (সা.) এর চরিত্র অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ প্রশ্নগুলোর জবাব দেন। সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহুসংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে দোয়া করা হয়। দোয়ায় নেতৃত্ব দেন মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব। দোয়ার পর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়।

“মসজিদ নূর” এর শুভ উদ্বোধন

মসজিদ ‘নূর’ খিলাফত শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ
নির্মাণে ঃ মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ

মসজিদের নামফলক উন্মোচনের পর দোয়া করান হুযূর (আই.)-এর
সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

গত ২২ মে ২০০৯ ইং তারিখে মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ এর উদ্যোগ ও অর্থ সহায়তায় খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণে নির্মিত মসজিদ “নূর” এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এক বার্তা প্রেরণ করেন। হুযূর (আই.) তাঁর বার্তায় দোয়া করেন যেন এই মসজিদ, এর আশেপাশের সকল স্থানে প্রকৃত ইসলামের আলো (নূর) ছড়ায় এবং শান্তি সম্প্রীতি ও সৌহার্দের উৎসে পরিণত হয়। হুযূর (আই.) জামা’তের সদস্যদের মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির আহবান জানান। কেননা মসজিদের আসল সৌন্দর্য ইবাদতকারীদের মধ্যেই নিহিত। তিনি সবাইকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে সকল ভুল ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করার আহবান জানান। খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করায় মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশকে হুযূর (আই.) ধন্যবাদ জানান এবং দোয়া করেন। মজলিস আনসারুল্লাহর সদস্যগণও তাদের প্রতি বিশেষ বার্তা প্রেরণ এবং ভালবাসা ও স্নেহ প্রদর্শনের জন্য হুযূরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

দুপুর ১২ টা ১৫ মিনিটে মসজিদ হতে প্রথম আযান প্রচারিত হয়। মুয়াজ্জিন ছিলেন মুহাম্মদ ইব্রাহিম হুসেইন। এরপর অবসর প্রাপ্ত মুরব্বী সিলসিলা এবং মজলিস আনসারুল্লাহর কায়েদ তরবিয়ত নও মোবাঈন জনাব মাওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা নূর হতে তেলওয়াত করেন। অতপর মজলিস আনসারুল্লাহর সদর জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী সাহেব আনসারুল্লাহর শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণ শেষে ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশ্শের উর রহমান সাহেব আনুষ্ঠানিকভাবে নাম ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে মসজিদের উদ্বোধন করেন ও দোয়ায় নেতৃত্ব দেন। দোয়া শেষে সবার মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

বেলা একটায় খুতবার মাধ্যমে জুমুআর নামায শুরু হয়। খুতবা প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মোহতরম আমীর সাহেব প্রথমে গত ১৫ মে ২০০৯ ইং তারিখে হুযূর (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত জুমআর খুতবার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। অতপর তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের উক্তি উদ্ধৃত করে মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব সবার সামনে তুলে ধরেন। জুমুআর নামাযের পর মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়।

বেলা তিনটার সময় মোকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে সিরাতুননবী (সা.)

জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দিন আহমদ। নযম পেশ করেন কায়েদ তালিমুল কুরআন জনাব হালিম আহমদ হাজারি। মজলিস আনসারুল্লাহর সদর জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী সাহেব স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন এবং হুযুর (আইঃ) কর্তৃক প্রেরত বাণী পড়ে শোনান। মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশের তরফ থেকে তিনি ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে নূর মসজিদের চিত্র খচিত একটি স্মারক ক্রেষ্ট প্রদান করেন। এরপর মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী 'সিরাত এ রাসূল' এর ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব কামাল পাশা সাহেব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠান শেষে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

বেলা ৫টায় জনাব হাশেম উল্লাহ সিকদার আসরের আযান দেন। ৫ টা ১৫ মিনিটে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নেতৃত্বে আসরের নামায অনুষ্ঠিত হয়। নামায শেষে মসজিদ প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন করা হয়।

আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে এই আশীষমন্ডিত অনুষ্ঠানে অসংখ্য মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা জামাতের সদস্যরা ছাড়াও মজলিস আনসারুল্লাহর বিভিন্ন জেলা ও রিযিয়নের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ, নায়েব ন্যাশনাল আমীর সাহেবগণ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমেলার সদস্যবৃন্দ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের সদর ও তার আমেলার সদস্যবৃন্দ, লাজনা ইমাইল্লাহ এর সদর সাহেবা এবং তার আমেলার সদস্যবৃন্দ, নায়েব সদরগণ এবং মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের আমেলার সদস্যগণসহ বহু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

মসজিদের প্রথম জুমুআর নামাযে ১৬৫জন লাজনা, ১৪৯ জন আনসার, ২০৪ জন খোদ্দাম, ৩৭ জন আতফাল এবং ২৮ জন জেরে তবলীগসহ মোট ৬৮৩ জন অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮০০ জনে উন্নীত হয়। স্থান সংকুলানের জন্য মসজিদের বাইরেও আলাদা প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করা হয়।

ঢাকা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লাতে জামাতের মালিকানাধীন তিনবিঘা জমির ওপর ২৬০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দোতলা এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন মসজিদটি সম্প্রসারণ করা যায় সে ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। মসজিদে একটি গম্বুজ, পাঁচজন খলীফার প্রতীক হিসেবে পাঁচটি মিনার এবং আহমদীয়া খেলাফতের একশত বছর পূর্তির প্রতীক হিসেবে ১০০ টি ছোট ছোট ধনুকাকৃতি খিলান রয়েছে।

মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ এই মসজিদ নির্মাণে যারা অর্থ, সময়, শ্রম ও মানসিক সমর্থন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। মহান আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম পুরষ্কার দান করুন। আমিন।

পরিবেশনা ঃ

মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বইসমূহের কয়েকটি

১। চশমায়ে মসীহি–*হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)*

২। আহমদী ও গয়ের আহমদীর মধ্যে পার্থক্য– *হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)*

৩। তাযকেরাতুস শাহাদাতাইন–*হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)*

৪। তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া (ঐশী বিকাশ)–*হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)*

৫। নবুওয়ত ও খিলাফত–*হযরত মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)*

৬। বায়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের তেইশটি মহান উদ্দেশ্য–*হযরত মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)*

৭। আহমদ চরিত–*হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহুল মাওউদ (রা.)*

৮। তিনিই আমাদের কৃষ্ণ– *হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহুল মাওউদ (রা.)*

৯। তরবিয়তের গোড়ার কথা–*হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)*

১০। হযরত মৌলভী নুর উদ্দিন (রা.) – *মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান (রা.)*

কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত খিলাফত শতবার্ষিকী সালানা জলসায় যোগদান

স্টেজে নায়েরে আলা মাওলানা এনাম ঘোরি সাহেবের সাথে সাক্ষাত করছেন লেখক

গত ২১/০৫/০৯ সকাল ৭-৩০ মিনিটে ঢাকা থেকে কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় কোলকাতা মসজিদে পৌঁছি। পরের দিন ২২/০৫/০৯ইং সন্ধ্যা ৭-০০ টায় হাওরা মেইল ট্রেনে অমৃতসর এর উদ্দেশ্যে রওশন আলী সাহেব ও মোবাল্লেগ ডায়মন্ড হারবার মাওলানা মফিজুর রহমান সহ ৩৭ জনের একটি কাফেলা রওনা হই। এর মধ্যে বাংলাদেশের খাকসার স্বপরিবারে ৫ জন সদস্য, ২৪ পরগানার ৬ জন জেরে তবলীগ ও ১০/১২ জন নওমোবাইন পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জামা'ত থেকে আসে এবং একই ট্রেনে অমৃতসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সঠিক সময় অর্থাৎ ২৪/০৫/০৯ইং সকাল ১০টায় আমরা অমৃতসর পৌঁছাই।

উল্লেখ্য যে কাদিয়ানের জলসা উপলক্ষ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় অমৃতসর থেকে অরিরিক্ত ২ টি স্পেশাল ট্রেন চালু করে। আমরা সকাল ১১টায় স্পেশাল ট্রেনে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাদিয়ান রেলষ্টেশনে পৌঁছাই। যখনই ট্রেন থেকে মিনারাতুল মসীহ চোখে পড়ল সকলেই দোয়া করে নেই। জলসার যাতায়াতের জন্য রেল ষ্টেশনে গাড়ীর (ট্রাক) মালপত্র সহ আমরা প্রায় সকলেই উঠি। নারার শব্দে কাদিয়ানের অলি-গলি মুখরিত হয়ে উঠে। আমাদের লংগরখানা ১ এর গেষ্ট হাউজে থাকার ব্যবস্থা করে, যার ফলে মসজিদ আক্সায় প্রত্যেক ওয়াক্তে বাজামাত নামায ও প্রতিরাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সুযোগ হয় এছাড়া প্রতিদিন ফজর নামাযের পর বেহেশ্তি মাকবেরায় সমাহিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সহ অন্যান্য মুসির জন্য দোয়া করার সুযোগ হয়।

২৫/০৫/০৯ইং ভারতের সময় সকাল ৮ টায় জলসা শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর নায়ের-আলা মাওলানা এনাম ঘোরি সাহেব হুযূর (আই.)-এর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় স্থানীয় সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতি। কারণ পাঞ্জাবের বিভিন্ন যায়গায় লোড সেডিং বাড়িয়ে দিয়ে জলসার তিনদিন এক মিনিটের জন্য বিদুৎ যায় নাই। বিশেষ করে মহান আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। হুযূরের দোয়ার বরকতে জলসা শুরু হওয়ার পূর্বে যেখানে কাদিয়ানের তাপমাত্রা ছিল ৪৪ ডিঃ ফাঃ আর জলসার প্রথম দিন ৩৪ ডিঃ ফাঃ তাপমাত্রা নেমে আসে। ২য় দিন ও ৩য় দিন প্রায় একই রকম তাপমাত্রা ছিল। আকাশ মেঘলা ও হুযূরের ১.৫ ঘন্টা বক্তৃতার সময় ঝড় ও বাতাস প্রচন্ড থাকা সত্ত্বেও কোন অসুবিধা হয়নি। দোয়ার মাধ্যমে জলসা কামিয়াবের সাথে শেষ হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমতে আমরা রাজ্যস্থানের মিশনারী ইনচার্জের সাথে হুশিয়ারপুর দর্শনে যাওয়ার এবং সেখানে দোয়া ও নফল নামায আদায় করার সৌভাগ্য হয়।

কাদিয়ানের খিলাফত শতবার্ষিকী সালানা জলসার সংবাদ স্থানীয় ১২ টি টিভি চ্যানেল সংবাদ আকারে প্রচার করে। ২২ টি ভারতীয় পত্রিকায় জলসার খবর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১০ টি জাতীয় পত্রিকা। জলসা চলার ২/৩ দিন পূর্বে থেকেই পত্রিকাগুলো জলসা সংক্রান্ত খবরাখবর ছাপাতে থাকে। ইন্টারনেটে নিউজ লাইন ও মিডিয়া পাঞ্জাব সরাসরি জলসার খবর সম্প্রচার করে।

জলসার সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করে মহান খোদা তাআলার কাছে বিনীত দোয়ার মাধ্যমে ১৬ দিন সফরের পর গত ০৬/০৬/০৯ইং রাত ৮টায় সহী সালামতে ঢাকায় পৌঁছাই।

সালাউদ্দিন মাহমুদ আহমদ

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

আহমদীয়া খিলাফতের ১০১তম বর্ষে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে খিলাফত দিবস উদযাপিত

ঘাটুরা

গত ২৭ মে ২০০৯ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরার উদ্যোগে খিলাফত জুবিলী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। ফযর নামাযের পর সম্মিলিত ভাবে ৩০ মিনিট ওয়াকারে আমল করা হয়। দুপুরের খাবার, নামায যোহর ও আসরের পর আলোচনা জলসার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে হুযূর (আই.) কাদিয়ান জলসার সমাপনি অধিবেশন শুরুর পূর্বে শেষ হয়। উক্ত জলসায় খিলাফত বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতা উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর হুযূর (আই.) কাদিয়ান জলসা উপলক্ষে যে ভাষণ প্রদান করেন তা সবাই মসজিদে গভীর আগ্রহে শ্রবণ করি। হুযূরের সমাপনী দোয়ার সাথে সাথে আমাদের কার্যক্রমও সমাপ্ত হয়। জামা'তের সকল সদস্য/সদস্যা উক্ত দিবসের আনন্দ উপভোগ করেন।

মোহাম্মদ মুছা মিয়া

ক্রোড়া

গত ২৭/৫/০৯ ইং রোজ বুধবার বাদ মাগরেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন এর সভাপতিত্বে মহান খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত সভায় তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন জনাব যুবায়ের আহমদ স্বপন ও এনামুল হক ইন্টু। সভায় বক্তৃতা করেন জনাব ডাঃ খলীলুর রহমান, এনামুল হক ইন্টু। মোজাম্মেল হক মোয়াল্লেম ক্রোড়া। পরিশেষে সভাপতি সাহেব এর মূল্যবান ভাষণের পর দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় ৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক ইন্টু

কটিয়াদী

গত ২৯ মে ২০০৯ইং দুপুর ২ টায় কটিয়াদী জামা'তের উদ্যোগে কটিয়াদি মসজিদে যথাযথ মর্যাদার সাথে মহান খিলাফত দিবস উদযাপিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হান্নান সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে খিলাফতে নানান দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বক্তারা ছিলেন, জনাব খলিল আহমদ, ডাঃ রুহুল আমীন মৌ. বশীর আহমদ (মোয়াল্লেম)। শেষে সভাপতির ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

তেরগাতি

২৯মে ২০০৯ইং বাদ মাগরিব তেরগাতি জামা'তের উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আনোয়ার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরাআন তেলাওয়াত ও নযমের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। বক্তরা ছিলেন–জনাব তফসীর আহমদ, নুরুল ইসলাম, আবু বকর সিদ্দিক, সৈয়দ আতাউল হক, নজরুল ইসলাম, মৌ. বশীর আহমদ মোয়াল্লেম। সভাপতির ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার সমপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৬০জন উপস্থিত ছেলেন।

বশির আহমদ

তরবিয়তী সভা উদযাপন

ক্রোড়া

গত ২২/০৫/০৯ইং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে বাদ মাগরিব জনাব ডাঃ খলীলুর রহমান সাহেবের সভাতিত্বে এক তরবীয়তী সভা উদযাপন করা হয়। উক্ত সভায় তেলাওয়াত কুরআন নযম পাঠ করেন জনাব শামীম আহমেদ ও আশিকুর আহমান সুহেল। এতে নামাযের গুরুত্বের ও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব মারুফুর রহমান সান্টু, মাহবুব রহমান জেপী, এনামুল হক ইন্টু, শরীফ আহমেদ চৌধুরী এবং মৌ. মোজাম্মেল হক, মোয়াল্লেম। পরিশেষে সভাপতি সাহেব মূল্যবান ভাষণ দানের পর দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। **এনামুল হক ইন্টু**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সকল লাজনা বোনদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ওসীয়্যত রিশতানাতা ও ওয়াকফে নও' হিসাবে কোন পদ নাই।

হুযূর (আই.) এ তিনটি পদের জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বাংলাদেশের সদর সাহেবাকে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

যেহেতু কেন্দ্রীয় ভাবে সদর সাহেবা এই দায়িত্ব পালন করবেন। সেহেতু এখন থেকে স্থানীয় ভাবে এই তিনটি পদের দায়িত্ব স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবাগণ পালন করবেন।

মাহমুদা আখতার

জেনারেল সেক্রেটারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বাংলাদেশ

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র কর্মতৎপরতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ১৩ জুন রোজ শনিবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মৌড়াইল হালকায় সৈয়দ জসীম আহমদ সাহেবের বাড়ীতে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। খন্দকার সাঈদ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এজাজ আহমদ। তারপর নযম পাঠ করেন জনাব জসীম আহমদ সাহেব। বক্তৃতা পর্বে প্রথমে রসূল পাক (সা,) এর জীবনাদর্শের ওপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মৌ. এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। রসূলের সীরাতের ওপর সৌজন্য বক্তব্য রাখেন খন্দকার মোস্তাক আহমদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত রসূল করীম (সা.) এর সব আদেশ মান্য করতে হবে এবং তারই নির্দেশের আলোকে হযরত ইমাম মাহদীকে মানতে হবে। এরপর একটি উর্দু নযম পাঠ করেন সৈয়দ তারিন আহমদ। পরবর্তীতে রসূল পাক (সা.)-এর ইসলাম প্রচার ও জীবনের এক ঝলক প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মাওলানা নওশাদ আহমদ, মোবাশ্বের মুরব্বী। শেষে সভাপতি সাহেব ভাষণ দান করেন। উক্ত জলসাটি যদিও ঘরোয়া পরিবেশে হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে খুবই জাকজমকভাবে উদযাপিত হয়। দোয়ায় প্রিয় খলীফার জন্য, বিশ্ব আহমদীয়াতের জন্য, বিশ্ব শান্তির জন্য, বাংলাদেশের জন্য, জামা'তের রুগীদের জন্য দোয়া আবেদন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

যয়ীমে আলা

নূরনগর ঈশ্বরদী

গত ২৭/৫/০৯ইং তারিখ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মসলিস আনসারুল্লাহ্ নুরনগর, ইশ্বরদী, পাবনার উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যয়ীম জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের পর দোয়া শেষে নযম পাঠ করেন ডাঃ খলিলুর রহমান সাহেব। এরপর খিলাফত দিবসের গুরুত্ব এবং মর্যাদার ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব আশরাফ আলী খান, জনাব গিয়াস উদ্দিন মোল্লা । সবশেষে সভাপতি সাহেব বক্তব্য রাখেন এবং দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভায় সর্বমোট ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

নবী নেতা পুস্তকের ওপর সেমিনার

গত ২৮/৫/০৯ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর স্থানীয় আহমদী পাড়া বি, বাড়িয়া মসজিদ গাহে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রচিত 'নবী নেতা (সা.)' পুস্তিকাটির ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত সেমিনার কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব শফিউল আলম বরকত। এতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পুণ্যময় জীবনের ওপর বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব খন্দকার সাইদ আহমদ, মৌ. এনামুল হক রনি মোয়াল্লেম ও সভাপতি সাহেব । উক্ত সেমিনারে ৩৭ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

যয়ীমে আলা

ওয়াকারে আমল শেষে ঢাকার নাখালপাড়া হালকার খোদ্দাম আতফালদের দেখা যাচ্ছে

খোদ্দামুল আহমদীয়া নাখালপাড়া হালকায় ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত

গত ২৬/০৬/০৯ রোজ শুক্রবার ঢাকার নাখালপাড়া হালকায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে বিশেষ ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াকারে আমলের কার্যক্রম শুরু হয় তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে। সকাল ৯ টায় দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকারে আমল কর্মসূচীর শুভ সূচনা হয়। এতে নাখালপাড়া হালকার প্রায় ১৬ জন খোদ্দাম ও ২ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন। টানা ৩ ঘন্টা ব্যাপী আনন্দময় পরিবেশে মসজিদ প্রাঙ্গন পরিষ্কার, মসজিদের চার পাশের দেয়ালের পোষ্টার উঠানো সহ পুরো মসজিদ ভালভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। সবশেষে স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে উক্ত বিশেষ ওয়াকারে আমলের সমাপ্তি ঘটে। ওয়াকারে আমল উপলক্ষে কেন্দ্র থেকে ঢাকা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ সাহেব ও নায়েব কায়েদ যোগদান করেন।

শরীফ আহমদ পুষণ

১১তম বার্ষিক ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন ২০০৯ অনুষ্ঠিত

সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেবের কাছ থেকে বিজয়ী ছাত্র পুরস্কার গ্রহণ করছেন ক্লাসে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেব

১১তম বার্ষিক খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালিম তরবীয়তি ক্লাস ও সম্মেলন ২০০৯ অনুষ্ঠিত

গত ১৭ই মে, ২০০৯ তারিখ হতে ২২ মে, ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী ১১তম বার্ষিক বিভাগীয় ওয়াকফে 'নও' সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবনের 'বায়তুল সালাম' মসজিদে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ১৭ মে সকাল ৮.৩০ মিনিটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ওয়াকফে নও মোহাম্মদ গোলাম রসূল এবং নযম পাঠ করেন ওয়াকফে নও মুহাম্মদ ওমর (প্রিন্স)। এতে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মুহাম্মদ সাদেক দূর্গরামপুরী সাহেব। সভাপতি সাহেবের নসিহতমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধনী ঘোষণা করা হয়। অতঃপর উপস্থিত ওয়াকফে নও ও তাদের পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী জনাব এস, এম, রবিউল ইসলাম, স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ সরদার সাহেব। অতঃপর অনুষ্ঠানের সভাপতি সাহেব দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৬ দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও এই সম্মেলনে প্রতিদিন বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায থেকে শুরু করে রাত ৮টা পর্যন্ত নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক তালিম তরবিয়তী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। তালিম তরবিয়তী ক্লাসে শিক্ষক হিসাবে শিক্ষাদান করেন মৌ. নাসের আহমদ আনসারী, মৌ. মাহমুদ আহমদ শরীফ, মৌ. শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, জনাব জি, এম, সাব্বির আহমদ।

প্রতিদিন বাদ মাগরিব ওয়াকফে নও ছাত্র-ছাত্রী ও উপস্থিত পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে তালিম তরবিয়তী বিষয়ক বিভিন্ন নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেব। তিনি ওয়াকফে নও পিতা-মাতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সকলকে জোর তাগিদ দিয়ে বলেন, সন্তানদের উত্তম আদর্শে গড়ে তোলার জন্য। এরপর মৌ. নাসের আহমদ আনসারী মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও ওসীয়্যত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এ পর্যায়ে মৌ. মাহমুদ আহমদ শরীফ নবী করীম (সা.) এর জীবনাদর্শের ওপর এবং মৌ. শেখ আব্দুল ওয়াদুদ নামাযের গুরুত্বের ওপর বক্তব্য রাখেন।

এবার ওয়াকফে নও সম্মেলনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে ২১/০৫/২০০৯ তারিখে ওয়াকফে নও ও পিতামাতাদের নিয়ে শিক্ষা সফর সাতক্ষীরার ঐতিহাসিক মোজাফ্ফর গার্ডেন-এ নিয়ে যাওয়া। ৬ দিন ব্যাপী এই তালিম তরবিয়তী ক্লাস শেষে অংশগ্রহণকারী ওয়াকফে নওদের তেলাওয়াত কুরআন, নযম, দ্বীনি মালুমাত, বক্তৃতা, কুইজ, পয়গামে রেসানী, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে এবং পিতামাতাদের মধ্যে দ্বীনি মালুমাত বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২২মে বিকাল ৩টায় সমাপনি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এতে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সভাপতি সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে ২৮ জন ওয়াহফে নও, ২৪ জন ওয়াকফে নও পিতা ও মাতা ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, রবিউল ইসলাম

নিমপাতার কত গুণ

আমরা হয়তো অনেকেই জানি না নিমপাতার কত গুণ রয়েছে। নিম হল বহুবর্ষজীবী গাছ। এর বিজ্ঞান সম্মত নাম হল অ্যাজাডি র‍্যাকটা ইণ্ডিকা। নিম গাছে ফাল্গুন মাসে কচিপাতা এলেই শাক হিসেবে বেগুনের সাথে ভেজে খাওয়া শুরু হয়। গরমভাতের সঙ্গে 'নিম-বেগুন' দারুণ মানানসই। এছাড়াও কাঁচকলা, পেঁপে, আলু, বেগুন ও সজনে ডাঁটার সঙ্গে নিমপাতা মিশিয়ে শুক্তোর ঝোল করেও খেতে পারেন। কচিপাতার তেঁতো স্বাদ থাকায় এটি শরীরের পক্ষে উপকারী। কচি পাতায় প্রচুর পরিমাণে (প্রতি ১০০ গ্রামে ২৫.৩ মিলিগ্রাম) লোহা থাকায় এটি রক্তাল্পতায় দারুণ কাজ দেয়।

নিমপাতার একটি নিজস্ব জীবাণুনাশক গুন আছে। হাম বসন্ত ও চর্মরোগ সারাতে নিমপাতা দারুন কার্যকরী। রক্ত পরিষ্কারক গুন ও রয়েছে নিমপাতার । এছাড়া কৃমি ও পাকস্থলীর সমস্যা এবং ডায়াবেটিসের মতো রোগে নিয়মিত নিমপাতা শাক হিসেবে খাওয়া অভ্যাস করুন।

উপকারিতা ঃ

বসন্তকালে নিমপাতা ভাজা খেলে হাম বসন্ত ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

পাকস্থলীর গন্ডগোলের জন্য, বদহজম হলে অল্প পরিমাণে নিম গাছের ছাল গরম পানিতে ভিজিয়ে খালিপেটে সেই পানিটা ছেঁকে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

মাঘ মাসের শেষের দিকে সাতটি নিম পাতা এবং সাতটি মুসুর ডাল একত্রে চিবিয়ে খেলে বসন্ত রোগ হয় না।

নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ বেটে নিয়মিত গায়ে মাখলে শরীরের চুলকানি সারে এবং শরীরের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে।

যাঁরা ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাঁরা প্রতিদিন সকালে আট দশটা নিমপাতা চার পাঁচটা গোল মরিচ সহ চিবিয়ে খেলে এবং খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত সব বিধিনিষেধ মেনে চললে রক্তে শর্করার মাত্রা কমবে।

অল্প পরিমাণে (প্রায় ছয় ফোঁটা) নিমপাতার রস একটু দুধে মিশিয়ে খেলে দৃষ্টি শক্তির উন্নতি হবে–অস্পষ্ট বা আবছা দেখা চোখে উপকার পাওয়া যাবে।

কঠিন অসুখ সারাতে কাঁচা পেঁপে

কাঁচা পেঁপে আমাদের দেশে প্রায় ১২ মাসই পাওয়া যায় এবং অন্যান্য সব্জির চেয়ে দাম ও কম।

১০ ফোঁটা করে কাঁচা পেঁপের দুধ বা আঠা প্রতিদিন অল্প পানিতে মিশিয়ে খেলে দাদ ও চর্মরোগ সারে, কৃমি নাশ হয়।

প্রতিদিন দুপুরে ভাত খাওয়ার পর এবং রাতে রুটি বা ভাত খাওয়ার পর এক টুকরো কাঁচা পেঁপে ভাল করে চিবিয়ে খেয়ে এক গ্লাস পানি খেলে সকালে পেট পরিষ্কার হয়–অম্বল ও বদহজমের কষ্ট দূর হয়।

দুই চা চামচ কাঁচা পেঁপের আঠায় ২ চা চামচ চিনি মিশিয়ে কিছুদিন ধরে দিনে তিনবার খেলে পিলের আয়তন ক্রমশ কমে যায়।

দুই চা চামচ পেঁপের আঠায় ১ চা চামচ চিনি মিশিয়ে দুধের সঙ্গে খেলে অম্বল ও অজীর্ণ রোগে উপকার হয়।

যে সব মায়েদের সদ্য বাচ্চা হয়েছে কাঁচা পেঁপের তরকারি নিয়মিত খেলে তাঁদের স্তনের দুধ বাড়বে।

পিলে ও লিভার বেড়ে যাওয়া, তার সঙ্গে জ্বর ও দুর্বলতার ঔষধ হিসেবে দিনে ও রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর নিয়মিত ৫/১০ ফোঁটা করে পেপের আঠা খেলে উপকার পাওয়া যায়।

ঔষধ হিসেবে কাঁচা পেঁপের গুণ পাকা পেঁপের চেয়ে বেশী। পেপটিন বা পেঁপের আঠার গুণ অশেষ।

বড় কাঁচা পেঁপে চিরে নিয়ে তার নিচে একটি কাপ বা ডিশ রাখুন। এইভাবে দুধ বের করে নিন। এই দুধ বা আঠা তৎক্ষণাত রোদে শুকিয়ে নিন। এই আঠা গুঁড়ো করে শিশিতে ঢাকনা বন্দ করে রাখুন। গ্যাষ্টিক আলসার বা গ্যাষ্ট্রিকের অসুখে এই চূর্ণ আশ্চর্য ভাল ফল দেয়। পাকস্থলীর দাহ, বায়ূ গোলক, ব্রণ, অম্লপিত্ত, বদহজম প্রভৃতি অসুখও এই চূর্ণ নিয়মিত খেলে সেরে যায়।

আধ চামচ পেঁপের দুধ চিনি মিশিয়ে খেলে অজীর্ণতা সারে।

কাঁচা পেঁপের বীজ কৃমি নাশক।

এই বীজ খেলে মেয়েদের ঋতু নিয়মিত হয় এবং বেশি পরিমাণে খেলে গর্ভপাত হয়।

পেঁপের পাতা পানিতে সেদ্ধ করে চায়ের মতো তৈরী করে খাওয়ালে হৃদরোগে লাভ দেয়।

শতর্কতা – মহিলাদের এবং যাঁদের মাসিক বেশি হয় তাঁদের পেঁপে খাওয়া উচিত নয়। কারণ পেঁপে রজঃ (রক্ত) ও ভ্রুণ নিঃসারক।

সুস্থ থাকতে চালকুমড়া খান

চাল কুমড়া আমাদের দেশের সর্বত্রই পাওয়া যায়। অন্যান্য সব্জির তুলনায় চাল কুমড়ার দামও এত বেশি না। এই চালকুমড়াতে কত ধরনের উপকরণ রয়েছে যা আমরা হয়ত জানি না। যেমন দেখুন–

কুমড়ো বা চালকুমড়ো খেলে পরিশ্রম করার শক্তি বেড়ে শরীর পুষ্ট হয়।

এই সব্জি বলকারক, পুষ্টিকর, ফুসফুসও ভাল রাখে। চাল কুমড়োর বীজ কৃমি নাশ করে।

দু-চার চা চামচ চালকুমড়োর রস বের করে নিয়ে তাতে চিনি মিশিয়ে খেলে অম্বল বা অজীর্ণ রোগ সারে।

চালকুমড়োর রস একটু চিনি ও জাফরানের সঙ্গে পিষে খেলে মৃগি ও উন্মাদ রোগে উপকার পাওয়া যায়।

কোন কোন চিকিৎসকের মতে যক্ষ্মা, অর্শ, গ্রহণী (একটানা পেটের অসুখ) প্রভৃতি অসুখেও চাল কুমড়ো খেলে উপকার হয়।

ডায়াবেটিসে চালকুমড়োর রস খাওয়া অতি হিতকর। চাল কুমড়োর মোরব্বা, হালুয়া, অবলেহ ও চাল কুমড়োর বীজের লাড্ডু অনেক রোগ সারিয়ে তোলে।

সংকলন ও উপস্থাপনা ঃ **সুমন মাহমুদ**

এ পক্ষের কৃষি

১ জুলাই হতে ১৫ জুলাই '২০০৯
১৭ আষাঢ় হতে ৩১ আষাঢ় ১৪১৬

এ পক্ষকালটি চাষী ভাইদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাবী জাতের আমনের বীজতলা শেষ করতে হবে। আউশ ক্ষেতের পরিচর্যা করতে হবে। আমন চাষ করতে হবে। আমন রোপন এ পক্ষকাল শুরু করতে হবে। আমন হলো আমাদের দেশের প্রধান ফসল। এ ফসলটি সারা দেশে চাষ হয়ে থাকে। তবে এ ফসল কাটার সাথে রবি ফসলের চাষ জড়িত। তাই আপনাকে রবি ফসলের পরিকল্পনা করে আমন চাষ করতে হবে। চাষী ভাই, পরিকল্পনা এবং দুরদৃষ্টি না রাখলে আপনি কৃষি কাজে লাভবান হতে পারবেন না। আপনি রবি মৌসুমে কোন জমিতে কোন ফসল চাষ করবেন এবং কোন সময় জমি ফাঁকা প্রয়োজন হবে তা বিবেচনায় রেখে জাত নির্বাচন করুন এবং বীজতলা তৈরী এবং রোপন শেষ করুন। এ ব্যাপারে নিম্নে আপনাদেরকে একটি ধারণা দেয়া হচ্ছে।

১) আপনি যদি আগাম কপি, মুলা চাষ করতে চান তা হলে আপনাকে ভাদ্র মাসে জমি ফাঁকা পেতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি ঐ জমিতে পাট/আউশ কাটার পর ফাঁকা রাখতে পারেন/সবুজ সার / গোখাদ্য হিসাবে ডাল জাতীয় ফসল চাষ করতে পারেন।

২) আপনি যদি আগাম আলু/পিয়াজ চাষ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে আশ্বিন মাসে জমি ফঁকা পেতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি আউশ/পাট কাটার পর ডাল (মুগ/মাষ কালাই) জাতীয় ফসল চাষ করতে পারেন।

৩) আপনার জমি কার্তিক মাসে ফাঁকা প্রয়োজন হলে আপনি আগাম জাতের আমন চাষ করতে পারেন। আগাম জাত হিসাবে আপনি ব্রিধান-৩৩/অন্য যেকোন আগাম চাষ করতে পারেন।

চাষি ভাই, রবি মৌসুমে কোন ফসলের জন্য কখন ফাঁকা পেতে হবে এবং সেবাবে উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণে সাহায্যের জন্য নিম্নে কয়েকটি ফসল ও বীজ বপনে এবং চারা রোপনের উপযুক্ত সময় প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সব্জী/ফসলের নাম	জাতের নাম	বীজ বপনের তারিখ	চারা রোপনের তারিখ
১।	ফুল কপি	আগাম-কার্তিক, অগ্রাহায়নী, হোয়াইট ব্যারন	১৬ শ্রাবণ - ১৫ ভাদ্র	১৬ ভাদ্র - ১৫ আশ্বিন
		মাধ্যম -পৌষালী, সুপ্রিমাক্স, স্নোবল	১৬ ভাদ্র - ১৫ আশ্বিন	১৬ আশ্বিন - ১৫ কার্তিক
		নাবি - মাঘী রাক্ষসী, স্নোবল	১৬ আশ্বিন -১৫ কার্তিক	
২।	বাঁধা কপি	আগাম – কেকে ক্রোস,	শ্রাবণ - ভাদ্র	ভাদ্র - আশ্বিন
		মাধ্যম - এটলাস ৭০, প্রভাতী, গ্রীন এক্সপ্রেস	আশ্বিন - কার্তিক	কার্তিক অগ্রহায়ণ
		নাবি - এটলাসু ৭০, রুবিবল, ড্রামহড	অগ্রহায়ন - ১৫ পৌষ	১৬ পৌষ - মাঘ
৩।	ওল কপি	আর্লি হোয়াইট	ভাদ্র - পৌষ	আশ্বিন – মাঘ
৪।	মুলা	আগাম : তাসাকিসান, লাল বোম্বে ইবি; মিনু আর্লি, মিয়াসিগে	ভাদ্র - আশ্বিন কার্তিক - অগ্রহায়ন	-
৫।	টমেটো	আগাম ঃ পাথরকুচি, রুবি, পুষা আর্লি ডোয়ার্ফ	ভাদ্র	আশ্বিন
		ইবি ; রতন, মানিক, রোমা বাহার, মারগ্লোব	আশ্বিন - অগ্রহায়ন	কার্তিক - পৌষ
৬।	বেগুন	শীতে: ইসলামপুরী, তল্লা, কেজি, ইত্তরা খটখটিয়া	শ্রাবণ - ভাদ্র	ভাদ্র - আশ্বিন
৭।	লাউ	ক্ষেত লাউ, হাজারী	শ্রাবন - কার্তিক	-

আউশ চাষ ঃ

চারা রোপনের ৩৫-৪০ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন। খেতে আগাছা মুক্ত রাখুন। চারা রোপনের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত ক্ষেতে আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। হাত বাছাই অথবা উইডারের সাহায্যে আগাছা দমন করা যেতে পারে। এ মৌসুমে রোগ বালাই এর আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। রোগ বালাই দেখা দেয়া মাত্র অনুমোদিত কীটনাশক/বালাই নাশক ব্যবহার করে দমন করুন। প্রয়োজনে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অথবা খাকসারের সাথে আলোচনা করুন।

৩) আমন চাষ ঃ

এ পক্ষকালে আমনের রোপা লাগানোর ভরা মৌসুম শুরু হবে। বৃষ্টির পানি/সেচ দিয়ে রোপন শুরু করুন। ৩০ -৩৫ দিনের বয়সের চারা রোপন করুন। চাষী ভাই নাবি জাতের আমনের বীজতলা করুন । দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইরা এ পক্ষকালে দেশী জাতের আমনে বীজতলা শেষ করুন। অত্যাধিক জোয়ারের পানিতে আপনার বীজতলা নষ্ট করে ফেলতে পারে তাই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আপনার উচু জমিতে (ভিটায়) নাবি জাতের আমনের বীজতলা করে রাখুন। আপনি আগামি জাত হিসাবে ব্রিধান-৩৩ চাষ করতে পারেন।

৫) গ্রীষ্মকালীন সব্জি ঃ

এ পক্ষকালে ঢেরশ চাষ করতে পারেন। এ ছাড়া এ পক্ষকালেও বরবটি, ডাঁটা, পুঁই শাক চাষ করতে পারেন।

পূর্বে চাষকৃত গ্রীষ্মকালীন সব্জির যত্ন নিন প্রয়োজনে মাচা ও বেড়া দিন। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য ক্ষেতে নালা করে দিন। এ পক্ষকালে সীমের বীজ বপন করুন। স্থানীয় বিএডিসি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র বিএডিসি'র ডিলারদের নিকট সীমের বীজ পাবেন। এছাড়া বাড়ীর আঙ্গিনায় মাদায় রোপনকৃত চালকুমড়ার গাছে বেড়া দিন এবং মাচা করে দিন।

৬) অন্যান্য গাছ রোপন ঃ

বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগামী তিন মাস বৃক্ষ রোপনের উপযুক্ত সময়। প্রতিটি বাড়ীতে / প্রতিটি পরিবারে বাতাবি লেবু , কুল, লেবু, সুপারি, আম, পেয়ারা, জামরুল গাছ থাকা প্রয়োজন। এথেকে আপনি শরীরের জন্য পুষ্টি পাবেন। একই সাথে বাড়তি আয়ের উৎস হবে। এ পক্ষকালে উপরোক্ত গাছ লাগাতে পারেন। গর্তে জৈব সার সহ নির্ধারিত মাত্রায় অন্যান্য সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত পূরণ করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপন করুন।

কৃষি একটি চলমান প্রক্রিয়া। কৃষিতে প্রতিটি পরিবারের প্রতিনিয়ত কাজ থাকে। সময়ের কাজ সময়ে করুন। অধিক লাভবান হউন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৯১৩৫২০৬৭২

ঘোষণা

'পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা' ডাক খরচ বৃদ্ধি ও মুদ্রণ ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় আগামী জুলাই, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে গ্রাহক চাঁদা ১৫০/- টাকার পরিবর্তে ২৫০/- নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব সকল গ্রাহককে আগামী জুলাই, ০৯ হতে ২৫০/- টাকা করে গ্রাহক চাঁদা আদায়ের জন্য অনুরোধ করছি।

মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,
বাংলাদেশ।

সংশোধনী

গত ৩০ এপ্রিল ২০০৯ পাক্ষিক আহমদীর ২০তম সংখ্যায় প্রকাশিত 'মোহতরমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী সাহেবাকে যেমন দেখেছি' রচনাটিতে ***'প্রেসিডেন্ট ছিলেন মরহুমা হুরুন্নেসা বেগম সাহেবা এবং জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন মোহতরমা নাসিরা বেগম সাহেবা, তিনি মরহুম মিয়া জাফর আহমদ সাহেবের বেগম সাহেবা'*** পড়তে হবে।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) সম্প্রতি সোয়াইন ফ্লু সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেছেন, নিম্নে হুযূর (আই.)-এর দিক নির্দেশনা প্রদত্ত সোয়াইন ফ্লু-এর প্রতিশেধক ও চিকিৎসা পত্র প্রদত্ত হলো।

প্রতিশেধক ঃ

Aconite+Arsenic Alb+Gelsemium-200

সপ্তাহে একবার

Flue ***হয়ে গেলে চিকিৎসা ঃ***

(i) Influenzinum+Bacillinum-200

দিনে দুই বার তিন চার দিন

(ii)ArsenicAlb+Arnica+ Baptisia+
Heper Sulph+ Nat. Sulph-30

দিনে ৩ বার

(সাপ্তাহিক আল ফযল লন্ডন)

দৈনিক প্রত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

সংকলন ও উপস্থাপনা: এম, আহমদ

নোবেল শান্তি পুরস্কারের তালিকায় সারকোজি ও ওবামা ॥

আগামি ৫ থেকে ১২ অক্টোবর বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার জয়ীদের নাম ঘোষণা করবে নোবেল ফাউন্ডেশন। সোমবার নোবেল সংস্থা এ কথা জানায়। এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রাথমিক তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি দু'জনের নামই রয়েছে বলে জানা যায়। শেষ পর্যন্ত কে এ সম্মানজনক পুরস্কার পান সেটাই দেখার বিষয়। আগামী ৯ অক্টোবর নরওয়ের অসলোতে শান্তিতে নোবেল জয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। নরওয়ের নোবেল কমিটি এ তথ্য দেয়। এ বছর রেকর্ড সংখ্যক ২০৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শান্তি পুরস্কার প্রাথমিক তালিকায় স্থান পেয়েছে।

(যুগান্তর, ২৩ জুন, ২০০৯)

ওয়াসার পানির দাম বাড়ছে ॥

ঢাকা ওয়াসা পানির দাম ৫ শতাংশ বাড়াচ্ছে। ১ জুলাই থেকে নতুন এ মূল্য কার্যকর হবে। গতকাল ঢাকা ওয়াসা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রকৌশলী ড. গোলাম মোস্তফা শ্যামলীর ঢাকা হাউজিংয়ের পানির সমস্যা পরিদর্শনকালে এ তথ্য জানান। (সমকাল, ২৭ জুন, ২০০৯)

কারওয়ান বাজারে ব্যবসায়ী সমিতির অফিসে ঢুকে গুলি ॥

গতকাল শুক্রবার ভরদুপুরে শত শত লোকের উপস্থিতিতে কারওয়ান বাজার ডিআইটি মার্কেটে ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির অফিসে ঢুকে কমান্ডো ষ্টাইলে গুলি চালিয়ে হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে একদল অজ্ঞাত সন্ত্রাসী। ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন ৩ জন। আহত হয়েছেন ১ জন। সন্ত্রাসীরা কিলিং মিশন শেষ করে ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। (সমকাল, ২৭ জুন, ২০০৯)

যৌন হয়রানি বন্ধে হাইকোর্টের রায়কে আইনে পরিণত করা হবে ॥

গতকাল নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে নেশার ভয়াবহতা এবং মাদকের অবৈধ পাচার বিষয়ক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদেরকে আইন মন্ত্রী ব্যারিষ্টার শফিক আহমদ বলেন, যৌন হয়রানি বন্ধে হাইকোর্টের দেয়া রায়কে আইনে পরিণত করা হবে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাবকে আইনে পরিণত করতে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে তোলা হবে। (সমকাল, ২৭ জুন, ২০০৯)

স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি ॥

বোমা মেরে ভবন উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়ায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ৪৫ মিনিট বন্ধ ছিল। সোমবার সকাল ১১টায় ডিএসই'র পিএবিএক্স নম্বরে ফোন করে দুপুর ২ টার মধ্যে মূল ভবন উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। বোমা মারার হুমকির খবর পাওয়া মাত্রই ডিএসই'র কর্মকর্ত-কর্মচারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে র‍্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ দল ও পুলিশ ভবন তল্লাশি করে কিছুই খুঁজে পায়নি। এর পেছনে জড়িতদের চিহ্নিত করতে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

(জনকণ্ঠ, ৩০ জুন, ২০০৯)

বিধবাকে দোররা – ছয়জন সাত দিনের রিমান্ডে ॥

আবার ফতোয়া, আবার দোররা। এবার ঘটনাটি ঘটেছে কুমিল্লার দেবীদ্বারে। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিযোগে শুদ্ধির নামে এক বিধবাকে গত শনিবার রাতে ২০২ দোররা মেরেছেন সমাজপতিরা। এ ঘটনায় পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ফতোয়াদানকারী মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এখন বলছেন, ফতোয়া আইনে নিষিদ্ধ তা আমি জানতাম না। কেউ কেউ ফতোয়া কার্যকর করতে বাধা দিলেও আমি কুরআন হাদীসের আলোকে তাদের শুদ্ধি করতেই ফতোয়া দিয়েছি। এ ঘটনায় আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে জানলে সালিসেই উপস্থিতও থাকতাম না। এদিকে কুমিল্লা মেডিকেল কালেজ হাসপাতালে নির্যাতিত নারীর ডাক্তারী পরীক্ষা গতকাল সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলার রসূল পুর ইউনিয়নের খাইয়ার গ্রামে দোররা মারার ঘটনায় জড়িত ফতোয়াবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে আজ মঙ্গলবার বেসরকারী সংগঠন নিজেরা করি – এর উদ্যোগে রসূলপুর ভূমিহীন সংগঠন প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেছে। (প্রথম আলো, ৩০ জুন, ২০০৯)

ছিনতাইকারীকে পিটিয়ে হত্যা করলে দায়দায়িত্ব পুলিশ নেবে!

ছিনতাইকারীকে পিটিয়ে হত্যা করলে দায়দায়িত্ব পুলিশ নেবে। এ কথা বলেছেন রাজধানীর কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন খান। বাংলাদেশ কেমিষ্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট সমিতির মিটফোর্ড কার্যালয়ে গত রোববার বিকেলে মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন। ওসির এই বক্তব্যের পর উপস্থিত সবাই হাত তালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান। (প্রথম আলো, ৩০ জুন, ২০০৯)

দেশে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত আরো একজন শনাক্ত ॥

দেশে আরও এক ব্যক্তির দেহে সোয়াইন ফ্লুর ভাইরাস (এইচ১ এন১) শনাক্ত করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ঢাকায় আসেন। গতকাল সোমবার তার দেহে এ ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। এ নিয়ে দেশে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হলেন ৯ জন। গতকাল সোমবার রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) নতুন আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করার কথা জানায়।

(প্রথম আলো, ৩০ জুন, ২০০৯)

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকাতে ষড়যন্ত্র হচ্ছে ॥

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতারা বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকাতে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ঘটানো হয়েছে পিলখানা হত্যাকাণ্ড, আন্দোলনের নামে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকারের উচিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে আর কোন বিলম্ব না করা। রোববার চাঁপাইনবাবগঞ্জ টাউন ক্লাব মিলনায়তনে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় নেতারা এসব কথা বলেন। (প্রথম আলো, ৩০ জুন, ২০০৯)